ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া'র
গৌরবান্বিত
সোনালি জীবনকাহিনী

# বাতিঘর

সম্পাদনা
আমিরুল মোমেনীন মানিক

# বাতিঘর


**উপদেষ্টা পরিষদ**

ডা. এ কে আজাদ খান
প্রফেসর ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান
প্রফেসর আবু আহমেদ
ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ
ওয়াক্‌ফ প্রশাসক
জনাব আবুল হোসেন খন্দকার
অধ্যাপক ডা. ইকবাল হাসান মাহমুদ
মাওলানা মো. আব্দুল মুনায়েম

**বিশেষ কৃতজ্ঞতা**

অধ্যাপক কামরুন নাহার হারুন



**প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা**

মুহাম্মাদ আদনান

**প্রকাশকাল**

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২৪
দ্বিতীয় প্রকাশ অক্টোবর ২০২৫

**প্রকাশক**

তথ্য ও গণসংযোগ বিভাগ, হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ
রূপায়ণ ট্রেড সেন্টার (১৩-১৪ তলা), ১১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ বাংলামোটর, রমনা, ঢাকা ১০০০
**মূল্য:** ২০০ টাকা

# উৎসর্গ

ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া'র
পরম শ্রদ্ধেয়
মাতা **রওশন জাহান**
এবং পিতা **ছায়েদ উল্লাহ ভূঁইয়া**

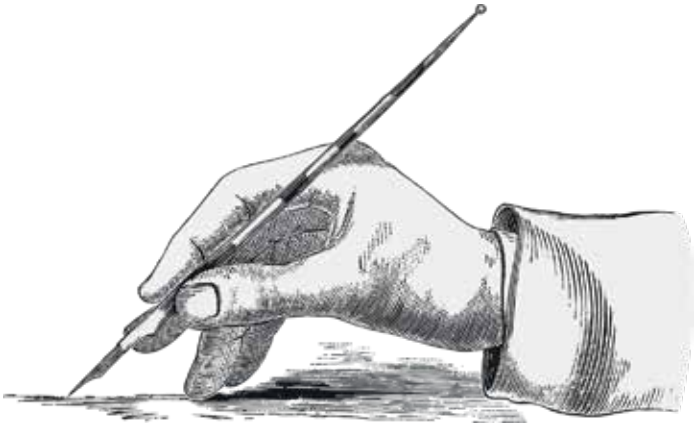

# সম্পাদকীয়

**প্রত্যয়, অঙ্গীকার ও দৃঢ়তার যিনি প্রতীক**

আমাদের সমাজে স্বাপ্নিক, আলোকিত, প্রজ্ঞাবান, দৃঢ়প্রত্যয়ী, মানবিক মানুষের সংখ্যা নিতান্তই কম। পরহিতব্রতে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন, মানবতার কল্যাণে বিলিয়ে দিয়েছেন নিজেদের জীবন, তাঁদের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। এই বিরলসংখ্যক হাতে গোনা মানুষের মধ্যে তিনি অন্যতম। মানুষটি আর কেউ নন, হামদর্দ বাংলাদেশ নামের শতাধিক বছরের ঐতিহ্যগর্বী প্রতিষ্ঠানের নিউক্লিয়াস ড. হাকীম মোহাম্মদ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। প্রজ্ঞা প্রত্যয়, দূরদর্শিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও অনলস অধ্যবসায়, বিচক্ষণতা, নিরন্তর সাধনা এবং অক্লান্ত উদ্যম ও পরিশ্রম। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত বাংলাদেশে তিনি ভেঙে পড়া প্রতিষ্ঠান হামদর্দের হাল ধরেন শক্ত হাতে–দীর্ঘ প্রচেষ্টা, অদম্য মনোবল এবং ধৈর্য তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে বহুল আকাঙ্ক্ষিত মঞ্জিল মকসুদে।

ছোটবড় অজস্র বাধা-বিপত্তি, ষড়যন্ত্র, কূটচাল, দুরভিসন্ধির বেড়াজাল ছিন্ন করে স্বয়ম্ভর, সচ্ছল, আন্তর্জাতিক মানের একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে তাঁর স্বপ্নলালিত প্রতিষ্ঠান হামদর্দ বাংলাদেশ। ৫৩ বছরের এই যে অভিযাত্রা, তা কখনো কোনোভাবেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় চড়াই-উতরাই ডিঙিয়ে প্রতিকূলতার পাথর ঠেলে ঠেলে বন্ধুর পথপরিক্রমা অন্তে সিদ্ধি ও সাফল্য স্পর্শ করার তৌফিক তাঁকে দান করেছেন আল্লাহ সুবহানুতায়ালা। আলহামদুলিল্লাহ। এই স্বপ্নসারথির বলিষ্ঠ সুযোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বে ব্যতিক্রমী স্বয়ম্ভর এই প্রতিষ্ঠানের গর্ব সুনাম মর্যাদা আজ দেশের গণ্ডি পার হয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে বিস্তৃত, স্বীকৃত, প্রশংসাধন্য। এই প্রসারতা ক্রমবর্ধমান। বিশ্বের সব দেশেই ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ুক হামদর্দের দ্যুতি সৌরভ ও মহিমা। ড. হাকীম মোহাম্মদ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়াকে অভিনন্দন, আন্তরিক মোবারকবাদ। তাঁকে মহান আল্লাহ দীর্ঘ সুস্থ সক্রিয় জীবন দান করুন।

হামদর্দ শব্দের মানে হলো ব্যথার সাথী। আর্তপীড়িত মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে জনদরদী এই মহতি প্রতিষ্ঠানের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা প্রতিনিয়ত ছুটে যাচ্ছেন রোগাক্রান্ত মানুষের দোরগোড়ায়। গভীর মাতৃমমতায় নিঃস্বার্থ স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলছেন তাদের। দুর্যোগে সঙ্কটে হামদর্দ তার সাধ্য অনুযায়ী ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর্ত মানবতার কল্যাণে। সেই ঐতিহ্য বৃহত্তর জনজীবনের শেকড়ের দৃঢ়মূলে প্রোথিত হয়েছে ক্রমে ক্রমে। সুপ্রশিক্ষিত হামদর্দ কর্মীরা রোগ প্রতিরোধ চেতনা সঞ্চালিত করে দিচ্ছেন আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে, প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন তাদের। হামদর্দ শুধু স্বাস্থ্যসেবার গণ্ডিতেই নিজেদের কার্যক্রম ও

তৎপরতা সীমিত রাখেনি, শিক্ষা বিস্তারের মত দীর্ঘমেয়াদী, দুরূহ চ্যালেঞ্জিং ক্ষেত্রেও মহান অবদান রেখে চলেছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাসেবা তথা মানুষের মাঝে জ্ঞান ও আলোক সঞ্চালন করার পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে নিরলস নিবেদন ও একাগ্রতায়। ব্যাপক বিস্তৃত এই শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে ইতোমধ্যে সংযুক্ত হয়েছে চীন, ভারত, তুরস্ক এবং শ্রীলংকাসহ আরো কিছু দেশ।

স্কলার এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় সে সব দেশের নামী প্রাজ্ঞ প্রবীণ চিকিৎসক শিক্ষকরা আসছেন আমাদের এই বাংলাদেশে। অতিথি অধ্যাপক হিসাবে এই দেশে অবস্থান করে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাঁরা শিক্ষা দিচ্ছেন, প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন। এতে আমাদের নবীন শিক্ষার্থীরাই শুধু নন, প্রবীণরাও উপকৃত হচ্ছেন– তাদের সকলের আত্মপ্রত্যয় ও অঙ্গীকারবোধ দৃঢ়তর হচ্ছে। পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে বিশ্বমন্ডলীর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষা, যা পরবর্তীকালে মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠা করার পথ সুগম করে দেয়।

এই যে স্বপ্নপরিধি– এর সুবিস্তৃত বুনন স্থাপত্য, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের যিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, তিনি হচ্ছেন ড. হাকীম ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। প্রকৃত অর্থেই তিনি বাতিঘর, বাঙালির গৌরব ও অহংকারের উৎস। তাঁর কিংবদন্তিতুল্য কর্মোদ্যম ও জীবনাদর্শ তরুণ প্রজন্মের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ, শিক্ষণীয় এবং অনুসরণীয়। ড. হাকীম ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া যখন তরুণ পুলিশ অফিসার ছিলেন, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে, তখন তাঁর মনে হলো যে আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট করা তাঁর কর্মজগৎ অন্যত্র। প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা সংবলিত পুলিশের চাকরি ত্যাগ করা সবার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। তিনি নির্মোহ হয়ে সে চাকরি পরিত্যাগ করে কঠিন চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি ক্রমে ক্রমে দিগন্ত বিস্তারিত প্রোজ্জ্বল অবদান রাখলেন, রেখে চলেছেন। এই বাতিঘরের অনুকরণীয় কর্মপ্রয়াস, সাফল্য ও সিদ্ধি অর্জনের ইতিহাস এবং তাঁর কর্ম কৌশল সে কারণে আমাদের সবারই সবিস্তারে জানা বোঝা আবশ্যক, বিশেষত যারা তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নাভিসারী, তাদের।

এই গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে এসব দিকের বিস্তারিত খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ আলোচিত-পর্যালোচিত- বিশ্লেষিত হয়েছে। এক একজন সফল মানুষের অর্জিত কৃতিত্ব ও সাফল্যের ইতিহাস-ভূগোল, দর্শন-বিজ্ঞান হচ্ছে মহাসমুদ্রের মতো। অল্প কথায় অল্প পরিসরে সেসবের বিস্তৃত বয়ান তুলে ধরা অসম্ভব ব্যাপার। এ সীমাবদ্ধতা কবুল করেও বলতে হয়ঃ এই গ্রন্থে ক্ষণজন্মা মানুষটির জীবনের অসামান্য সুকৃতি ও বিশাল ভূমিকা অবদানের বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ চিত্রায়নের চেষ্টা রয়েছে। পাঠকসাধারণ এ থেকে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন। সবিনয়ে এই প্রত্যাশা যদি আমরা করি, তা অন্যায্য হবে না।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া যে, এই গ্রন্থ আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। 'বাতিঘর' শিরোনামের এই গ্রন্থ প্রকাশনার নানা পর্যায়ে যারা যুক্ত ছিলেন, উপদেশ পরামর্শ প্রস্তাবনা সহায়তা দিয়েছেন, শ্রম স্বীকার করেছেন, তাদের প্রত্যেককে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা এবং সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

**আমিরুল মোমেনীন মানিক**
পরিচালক
তথ্য ও গণসংযোগ
হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ।

# সূচিপত্র


৮ স্বপ্নের ইতিহাস

১৩ মানুষের জন্য নিবেদিত যে মহৎপ্রাণ

২৯ হাকীম সাঈদের প্রেরণায় যেভাবে হামদর্দের হাল ধরেন ড. হাকীম ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

৩৬ ৫২ বছরে হামদর্দের অর্জন

৪৩ ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

৪৮ স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

৫৪ বিন্দু থেকে সিন্ধু তৈরির গল্প যে জীবন আলোর পথের নিরন্তর প্রেরণা

৬২ স্মৃতির এ্যালবাম

# স্বপ্নের ইতিহাস

**তরুণ হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার স্বপ্নযাত্রা...**

মুক্তিযুদ্ধের পর ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া মাত্র ৫০ হাজার টাকা পুঁজি, প্রায় তিন লাখ টাকা দেনা, ১১ কাঠা জমি, ৩১ জন কর্মচারী এবং ওষুধ তৈরির কিছুসংখ্যক হাঁড়ি পাতিল নিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হামদর্দকে পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। ডাক্তার ভিজিট, আউটলেটে ওষুধ পৌঁছে দেওয়া এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ছিল মাত্র একটি ফনিক্স সাইকেল। সাইকেলটিতে চড়ে হামদর্দকে গড়ে তুলবার স্বপ্ন দুয়ারে দুয়ারে ফেরি করে বেড়াতেন ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া।

**একটি সাইকেল একটি ইতিহাস**

একটি সাইকেল, একটি বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি হতে পারে, তা অনেকের ভাবনাতেও আসবে না। ছবিতে যে সাইকেলটি দেখছেন, এর সুদীর্ঘ নন্দিত ইতিহাস আছে। সাইকেলটির হাতলে শ্রম, ঘাম, প্রত্যয়, রক্ত আর প্রতিবন্ধকতার অজস্র কাহিনী! সবকিছু মিলিয়ে এটিই এখন হয়ে উঠেছে সফল এক বিপ্লবের প্রতিশব্দ।

মুক্তিযুদ্ধের পরের ঘটনা। সাইকেলটিতে চড়ে মাত্র ৫০ হাজার টাকার পুঁজি এবং ছয় গুণ দেনার বোঝা কাঁধে নিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হামদর্দকে জাগিয়ে তুলতে সারাদেশে স্বপ্নযাত্রা শুরু করেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। নানা ঘাত প্রতিঘাত, ষড়যন্ত্র পেরিয়ে অর্ধশতাধিক বছরে আজ প্রতিষ্ঠানটি হাজার হাজার মানুষের সেবার আলোঘরে পরিণত হয়েছে। হামদর্দের দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সেবা পাচ্ছেন দেশের অগণন মানুষ। আসলে যারা নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন বুকে নিয়ে লক্ষ্যে অটল থাকেন, তারাই এগিয়ে যান। হামদর্দ এবং ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া এর অনন্য উদাহরণ।

একদিন এই প্রজন্মের আমরা কেউ থাকবো না। কিন্তু এই সাইকেল এবং এর ইতিহাস জীবনযুদ্ধে সংগ্রামী ও লড়াকু প্রত্যেক মানুষকে অনুপ্রেরণা ও সাহস জোগাবে। সাইকেলটি প্রসঙ্গে হামদর্দ এমডি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পরে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হামদর্দকে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছিলাম। সেই সময়ে

আমার বাহন ছিল একটি ফনিক্স সাইকেল। সাইকেলটি এখনো নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে হামদর্দ আধুনিক কারখানায় সংরক্ষিত আছে। সেই সাইকেল দিয়েই রাজধানীর বিভিন্ন দোকানে, মার্কেটে এবং পাইকারি বিক্রেতাদের কাছে ওষুধপত্র পৌঁছে দিতাম। আবার ওই সাইকেলে চড়েই আমি ছুটে যেতাম চিকিৎসকদের কাছে, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে, হামদর্দের ইতিবাচক কর্মকাণ্ড তুলে ধরার জন্য। দীর্ঘদিন এটিই ছিল আমার একমাত্র বাহন। বলা যায়, সাইকেলটি আমার এবং হামদর্দের উত্থানের প্রত্যক্ষদর্শী ও সাক্ষী।

*মুক্তিযুদ্ধের পরে এই সাইকেলই ছিল একমাত্র বাহন। এটি চালিয়েই হামদর্দকে শূন্য থেকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যান ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া*

**স্বপ্ন ছিল ইউনানী আয়ুর্বেদিক শিল্পে যুগান্তকারী বিকাশ**

সাইকেল দিয়ে পুরো রাজধানী চষে বেড়ালেও স্বপ্ন ছিল অনেক বড় কিছু করার, মানবতার জন্য জীবন উৎসর্গ করার। স্বপ্ন বাস্তবায়নে ধারাবাহিক চেষ্টার কারণেই অনেক বাধা বিপত্তির পর হামদর্দ আজ বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, লাখ লাখ মানুষকে সেবা দিচ্ছে।

তরুণ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার এই স্বপ্ন ও উদ্যোগই যে একদা বাংলাদেশে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাখাতের মাইলফলক হয়ে উঠবে, তা কে জানতো! সময়ের ডানায় চড়ে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ওষুধ শিল্পে এখন কাজ করছে হাজার হাজার উদ্যমী, নিবেদিত মানুষের বিশাল কর্মীবাহিনী। হামদর্দের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক কলেজ, মেডিকেল কলেজ, মাদরাসা, এতিমখানাসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে হামদর্দের স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পদ থেকে অর্জিত মুনাফা ব্যয় করা হচ্ছে মানবকল্যাণে।

## জাতীয় ওষুধ নীতিতে ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হারবাল চিকিৎসার অন্তর্ভুক্তিকরণ

১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ড্রাগ পলিসিতে হারবাল চিকিৎসাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে উদ্যোগী হন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। প্রাপ্ত স্বীকৃতির কারণে সরকারি হাসপাতালে যখন নিয়োগ পাচ্ছেন ইউনানী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকরা। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে আসায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হারবাল ওষুধ শিল্পের। এর ফলে তৈরি হয়েছে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ফর্মুলারি। হারবাল খাতকে জাতীয় ওষুধ নীতিতে যুক্ত করা প্রসঙ্গে স্বপ্নদ্রষ্টা ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া বলেন, ১৯৮২ সালের ঘটনা। তখন হারবাল ওষুধ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃত ছিল না। আমি চেষ্টা শুরু করলাম। আমার স্বপ্নের কথা জানালাম জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম স্যারকে। এরপর বিষয়টি অবগত করলাম ওষুধ প্রশাসনের তৎকালীন পরিচালক ড. হুমায়ুন কে এম এ হাই সাহেব এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের। আমার লেগে থাকা এবং সবার আন্তরিকতার কারণে জাতীয় ওষুধ নীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয় হারবাল ওষুধ। এর ফলে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে যায় ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হারবাল ওষুধ সেক্টরে। ১৯৯২ সালের দিকে এই ওষুধ নীতি থেকে হারবাল খাতকে বাদ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। আমরা হাইকোর্টে মামলা করি। সেই মামলার আইনজীবী হতে ড. কামাল হোসেন সাহেবকে অনুরোধ করি। তিনি রাজি হন। আমরা ওই মামলায় জয়লাভ করি। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি এই খাতকে।

*২০০৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন হামদর্দের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া*

## ইউনানী আয়ুর্বেদিক খাত থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারে একক ভূমিকা

২০০৪ সালে ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার একক প্রচেষ্টায় ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হারবাল ওষুধ শিল্প থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করে সরকার। এই খাতের জন্য এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ভ্যাট না থাকায় এই শিল্প খাত ফিনিক্স পাখির মতো জেগে ওঠে। প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন অনেক শিল্প কারখানা। বাড়ে কর্মসংস্থান এবং ওষুধের বাজার। এখন সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোও ইউনানী আয়ুর্বেদিক হারবাল খাতে

বিনিয়োগ করে সফল হচ্ছে, কেবল ভ্যাট না থাকার কারণে।

**ইউনানী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা**

ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তকরণ ও বাস্তব রূপ দিতে প্রথম উদ্যোগী হন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। তিনি ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ। ২০১৪ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এবং বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সর্বসম্মতিক্রমে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর ব্যাচেলর অব ইউনানী মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি (বিইউএমএস) এবং ব্যাচেলর অব আয়ুর্বেদিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি (বিএএমএস) প্রোগ্রাম দু'টিকে অনুমোদন দেয়।

*ইউনানী-আয়ুর্বেদিক অনুষদের বিইউএমএস এবং বিএএমএস উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের এক বছর মেয়াদী ইন্টার্নশিপ করার জন্য বারডেম-এর ন্যাশনাল হেলথ্ কেয়ার নেটওয়ার্ক এর সাথে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বারডেম-এর সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খানের উপস্থিতিতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়*

শুধু তাই নয়, প্রোগ্রাম দু'টির সিলেবাস ও কোর্স কারিকুলামও ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত। পাশাপাশি উক্ত অনুষদে শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে তারা। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একমাত্র হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ই সরাসরি বিইউএমএস ও বিএএমএস প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। শুধু রাজধানীকেন্দ্রিক নয়, তৃণমূল পর্যায়েও ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া।

বাংলাদেশে ৩টি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মধ্যে একটি সরকারি। অপর দু'টি প্রতিষ্ঠান ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। একটি লক্ষ্মীপুরে অবস্থিত রওশন জাহান ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, যা চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত। অন্যটি বগুড়ায় অবস্থিত হামদর্দ ইউনানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, যা রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হিসেবে বিইউএমএস প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষও ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষার সুবিধা পাচ্ছে। মেডিকেল

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হয়ে শিক্ষাদানের এই সুযোগটি কেবলমাত্র হামদর্দ পরিচালিত দু'টি ইউনানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালই পেয়েছে। হাকীম মো. সাঈদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২০০৮ সালে শিক্ষা বিস্তারে অসাধারণ উদ্যোগ গ্রহণ করেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। তিনি হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের জন্য জমি ক্রয় করেন এবং মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়। স্বপ্নের এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন হাকীম মো. সাঈদের সুযোগ্য কন্যা সাদিয়া রশিদ। শহীদ হাকীম মো. সাঈদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ একই বছর তাঁর নামে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয় হাকীম সাঈদ ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ।

**শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হামদর্দ পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠা**

*২০০৬ সালে হামদর্দ পাবলিক কলেজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। মঞ্চে উপবিষ্ট হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টিজের তৎকালীন চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ; হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া*

ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া মনে করেন, সমাজকে বদলে দেবার জন্য শুধু শিক্ষিত নয়, সৎ মানুষও খুব জরুরি। এই অসাধারণ লক্ষ্য নিয়ে ২০১০ সালে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় হামদর্দ পাবলিক কলেজ। সেটি এখন স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সবার কাছে পরিচিত।
প্রতিবছর সফলতার সঙ্গে শতভাগ উত্তীর্ণ হয় এই কলেজের শিক্ষার্থীরা। ইতোমধ্যে অসংখ্য শিক্ষার্থী কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বুয়েট, মেডিকেল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে কর্মজীবনে দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

# মানুষের জন্য নিবেদিত যে মহৎপ্রাণ

**হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ**

মানবসেবার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে হামদর্দ প্রতিষ্ঠিত হয় গত শতাব্দীর ১৯০৬ সালে। মানবসেবার ধারাবাহিকতা সুসংহত ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে হামদর্দ ভারত এবং হামদর্দ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছে হামদর্দ ফাউন্ডেশন নামে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম একটি দরিদ্র দেশ। দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী শিক্ষা, কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্য, অভাব অনটন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। বৃহত্তম এই জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে রেখে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি কোনোক্রমে সম্ভব নয়। তাই দেশের জনগণের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণার্থে উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজ উন্নয়ন, দুঃস্থ ও আর্ত মানবতার সেবা তথা একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নামে একটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

**হামদর্দ ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

১. দেশীয় চিকিৎসা বিশেষত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থা তথা প্রাচ্যদেশীয় ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন এবং জনকল্যাণে তা প্রয়োগ করা।

২. জনগণের সার্বিক কল্যাণার্থে উপযুক্ত শিক্ষা, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও জনসেবামূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৩. জনগণের কল্যাণকল্পে বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাবিষয়ক শিল্পসহ শিক্ষা ও জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে বিকাশ সম্প্রসারণ উন্নয়ন বাস্তবায়ন করা এবং সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে দুস্থ অসহায় মানুষের অভাব মোচন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণসহ বহুমুখী সেবামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৪. জনগণের স্বাস্থ্য চিকিৎসা, সেবা ও হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা, ব্যাধি-জরা মহামারি, পঙ্গুত্ব বা অন্য যেকোনো ধরনের শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধকতা ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ ও বিমোচনে সহায়তা করা। ওষুধ ও শৈল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত বিপর্যয় মোকাবেলায় সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান।

৫. সমাজ উন্নয়ন, দাতব্য এবং আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে সম্ভাব্য সহযোগিতা ও অনুদান প্রদান করা।

৬. ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও আদর্শ হতে অভিন্ন লক্ষ্য ও আদর্শ অনুযায়ী অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও

সংগঠনের সাথে সহযোগিতা ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা এবং বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে দাতব্য সেবামূলক যেকোনো লক্ষ্য আদর্শ উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন।

৭. চিকিৎসা ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য বৃত্তি ও ফেলোশিপ প্রবর্তন।

**কর্মসূচি**

হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নসহ সমাজসেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে। হামদর্দ ফাউন্ডেশনের

*১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় ত্রাণ বিতরণ করেন হামদর্দের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া*

কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, গবেষণাগার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, শিক্ষা, ভোকেশনাল ট্রেনিং

*বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন হামদর্দের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া*

ইনস্টিটিউট, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, জাদুঘর ও আর্কাইভ, উদ্ভিদ ও ভেষজ উদ্যান, শিশু বিনোদন ও শিক্ষা কেন্দ্র সেমিনার, ছাপাখানা ও প্রকাশনা, মানব সেবা ও সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমে অনুদান প্রদান, অসহায়, দুস্থ বয়স্কদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, নারী, শিশু ও যুব কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা ও বাস্তবায়ন।

হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের মাধ্যমে ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ পীড়িতদের সহযোগিতায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, নূরানী ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদরাসা, মন্দির, প্যাগোডায় দান অনুদান প্রদান করে যাচ্ছেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-

*লৌহজং থানার নদীভাঙনে দুর্গত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন হামদর্দের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া*

মাতা, দুস্থ অসহায় অভাবীদের সহযোগিতার লক্ষ্যে নগদ অর্থ, রিক্সা, সেলাই মেশিন প্রদান করে থাকেন তিনি। নদীভাঙা অসহায় মানুষের জন্য আবাসন ব্যবস্থাসহ হাসপাতালগুলোর রোগী কল্যাণ সমিতিতে নিয়মিত অর্থ, ওষুধ দিয়ে সহযোগিতা করছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করছেন। ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার উদ্যোগে বর্তমানে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ পাঁচটি অনুষদের নয়টি বিভাগে ১১টি প্রোগ্রামে মোট ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে, হামদর্দ পাবলিক কলেজ, ঢাকায় মোট ১৩৯ জন শিক্ষার্থীকে, রওশন জাহান ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ইউনানী লক্ষ্মীপুরে মোট ৩২ জন শিক্ষার্থীকে, হামদর্দ ইউনানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ৪৫ জন শিক্ষার্থীকে, ফাউন্ডেশন থেকে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত রওশন জাহান ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (ইউনানী) লক্ষ্মীপুর, হামদর্দ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বগুড়া, হাকীম সাইদ ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকাতে প্রতি বছর

বিইউএমএস কোর্সের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বর্ষে অভ্যন্তরীণ প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও নৈতিক চরিত্র গ্রুপ প্রেজেন্টেশন এবং বোর্ড পরীক্ষাসহ প্রাপ্ত সর্বমোট অর্জিত পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে প্রতি বর্ষে সাতজন করে প্রতি কলেজে মোট ২৮ জন শিক্ষার্থীকে হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ৭ জন সম্মানিত ব্যক্তির নামে বাৎসরিক শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। সম্মানিত এই ৭ ব্যক্তিত্ব

*২০০৭ সালে মুন্সিগঞ্জের টঙ্গীবাড়ির হাসাইল বাজারে বন্যাদুর্গতদের মাঝে হামদর্দের ফ্রি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে ওষুধ প্রদান করেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া*

হলেনঃ হাকীম আব্দুল মজিদ, রাবেয়া হামদর্দ, হাকীম আব্দুল হামিদ, শহীদ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ, বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরী, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, জাতীয় অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম। বিভিন্ন স্থানে বিনামূল্যে গরিব রোগীদের চিকিৎসা সেবার সাথে সাথে ৩০০টি চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে ফ্রি প্রেসক্রিপশন প্রদানের মাধ্যমে রোগী সাধারণের সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। হামদর্দ পরিচালিত এ চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে নিয়োগকৃত হাকীমগণ হামদর্দের বেতনভুক। তাই ব্যবস্থাপত্রের জন্য রোগীদের কাছ থেকে অন্য কোনো ফি নেওয়া হয় না। যা মানবসেবার একটি অনন্য উদাহরণ। এছাড়াও প্রতিটি জাতীয় দিবস এবং ছুটির দিনে ফ্রি প্রেসক্রিপশন এবং ওষুধ দিয়ে গরিব মানুষের চিকিৎসা সেবায় অবদান রাখছেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া।

## মানবসেবায় ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া সরকারি চাকরি ছেড়ে হামদর্দে যোগ দিয়েছিলেন মানবসেবায় অংশগ্রহণ করার জন্য। কিন্তু হামদর্দের প্রথম দিকের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। তখন হামদর্দের অস্তিত্ব

রক্ষার প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। ১৯৮২ সালে মোতাওয়াল্লীর মৃত্যুর পর ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া মোতাওয়াল্লী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। হামদর্দের পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি হামদর্দের উন্নয়নের পাশাপাশি মানবসেবায় মনোনিবেশ করেন।

### বিশ্ব ইজতেমায় চিকিৎসাসেবা

টঙ্গীর তুরাগ তীরে তাবলীগের বিশ্ব ইজতেমায় লাখো মুসলিম প্রতি বছর একত্রিত হন। আবহাওয়াগত বা স্থান পরিবর্তনের কারণে মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। এসব রোগসমূহের মধ্যে সর্দি-কাশি, ঠান্ডা লাগা, পাতলা পায়খানা, আমাশয় এবং জ্বরের উপসর্গই বেশি থাকে। ড. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া ১৯৮৩ সাল থেকে টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমায় ফ্রি চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করেন। হামদর্দই

*বিশ্ব ইজতেমায় হামদর্দের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন। তখন উপস্থিত ছিলেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, ট্রাস্টি বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বিচারপতি আব্দুর রউফ, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাহজাহান, ধর্ম সচিব খাজা আব্দুর রহমান*

সর্বপ্রথম বিশ্ব ইজতেমায় ফ্রি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম শুরু করেছিল। বর্তমানে অনেকেই ইজতেমা ময়দানে মুসলিমদের ফ্রি চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

### হজযাত্রীদের জন্য চিকিৎসাসেবা

বাংলাদেশ থেকে হজ গমনেচ্ছু বেশিরভাগ যাত্রীকে আশকোনাস্থ হজ অফিসে যেতে হয়। বাংলাদেশ বিমানে সৌদি আরব যেতে হলে হজ অফিসে যাওয়া বাধ্যতামূলক। সৌদি আরবে গেলে আবহাওয়াগত কারণ, খাদ্যাভ্যাস, পরিশ্রম, স্থান পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে হজযাত্রীদের মধ্যে কিছু অসুখ বিসুখ দেখা দেয়। যেমন ডিহাইড্রেশন কনস্ট্রাকশন, সর্দি, কাশি, জ্বর, ঠান্ডা লাগা, আমাশয়, ব্যথা ইত্যাদি। ড.

*হজযাত্রীদের জন্য ফ্রি চিকিৎসাসেবা*

হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া হজযাত্রীদের জন্য ২০১১ সাল থেকে আশকোনাস্থ হজ অফিসে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে আসছেন। ৩৪ দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প থেকে হজ যাত্রীগণকে ফ্রি চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। হজযাত্রীদের একটি প্যাকেজের মাধ্যমে উল্লিখিত উপসর্গসমূহ নিরাময়ের জন্য পর্যাপ্ত ওষুধ দেওয়া হয়।

**দুর্গাপূজা মণ্ডপে ফ্রি চিকিৎসাসেবা**

ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া আমাদেরকে এমন এক উচ্চতায় উন্নীত করেছেন, যেখানে ধর্ম বর্ণের বিভেদ নেই। দল মতের পার্থক্য নেই। হামদর্দ মানুষের সেবা করে।

*দুর্গাপূজা মণ্ডপে ফ্রি চিকিৎসাসেবা*

মানবতার জন্য কাজ করে। সেবা ধর্ম বর্ণ দল মতের ভেদাভেদ বোঝে না। হামদর্দের স্বাস্থ্যসেবা, জনসেবা আর শিক্ষাসেবা উন্মুক্ত সবার জন্য। ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা এবং হজ ক্যাম্পে ফ্রি চিকিৎসা প্রদানের পাশাপাশি পূজামণ্ডপে আগত ভক্তবৃন্দের জন্য ফ্রি চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করেন। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ উৎসব দুর্গাপূজা মণ্ডপে আগত ভক্তদের ফ্রি চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা করে যাচ্ছেন। মিরপুর ডি টাইপ সরকারি কোয়ার্টার সংলগ্ন পূজামন্ডপ এবং শ্রী শ্রী রমনা কালী মন্দিরে ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হামদর্দের নিজস্ব এবং স্বনামধন্য চিকিৎসকগণ এসব উৎসবে রোগী দেখেন। বিনামূল্যে প্রেসক্রিপশন এবং ওষুধ প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন পূজামন্ডপের পূজা উদযাপন কমিটির আবেদনের প্রেক্ষিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া।

**বৌদ্ধবিহারে ফ্রি চিকিৎসাসেবা**

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব কঠিন চীবরদান। প্রবারণা পূর্ণিমার পর এক মাসের মধ্যে এ অনুষ্ঠান করতে হয়। কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে আগত ভক্তবৃন্দের জন্য হামদর্দের পক্ষ থেকে ফ্রি চিকিৎসাসেবা, শরবত আপ্যায়ন, ডায়াবেটিস পরীক্ষা এবং ব্লাড গ্রুপিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া ঢাকাস্থ মিরপুর ১৩ নম্বরে অবস্থিত বৌদ্ধবিহার এবং ঢাকার সবুজবাগে অবস্থিত ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহারে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন।

*বৌদ্ধবিহারে ফ্রি চিকিৎসাসেবা*

**দুস্থ অসহায় মানুষের পাশে**

বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ প্রতিনিয়ত অন্তহীন সমস্যার মুখোমুখি হন। কারও সন্তান অসুস্থ, কেউ কন্যাদায়গ্রস্ত, কারো বা মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার মন সব সময় কাঁদে এসব অসহায় মানুষের জন্য। সামর্থ্য তাঁর সীমিত, তারপরও সাধ্যমত তাদের পাশে

*২০০৯ সালে ফরিদপুর জেলার নর্থ চ্যানেলে নদীভাঙা অসহায় গৃহহীন মানুষের জন্য চরাঞ্চলে সরকারের বরাদ্দকৃত জমিতে ঘর নির্মাণ করে দেন* হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন।

গরিব পরিবারে স্বামীর মৃত্যু গোটা পরিবারকে স্তব্ধ ও অসহায় করে দেয়। ছেলেমেয়ে নিয়ে অসহায় পরিবার বাঁচার পথ খোঁজে। দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়েও সন্তানের মুখে একমুঠো অন্ন জোগানো যায় না। কোনো কাজে পারদর্শী হলেও অর্থাভাবে সে পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া সেলাইয়ের কাজ জানা অনেক বিধবা মহিলাকে সেলাই মেশিন প্রদান করেন। একটি মেশিনের উপর নির্ভর করে যাতে তারা সংসার চালাতে পারেন। দরিদ্রদের রিক্সা, স্বল্প পুঁজি ও দুস্থ মেয়েদের বিয়েতে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করার মহান লক্ষ্যে তিনি ৫০ হাজার লোককে একটি করে রিক্সা দিয়েছেন। একটি লোক একটি রিক্সা দিয়ে একটি পরিবারের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে পারেন।

*এতিম ছাত্রীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন হামদর্দের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া*

অনেকে পুঁজির অভাবে ছোটখাটো ব্যবসা করতে পারেন না। ছোট একটি দোকান তার সংসার পরিচালনার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। হাকীম ইউছুফ হারুন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অনুমতি নিয়ে বহু লোককে ১০ হাজার টাকা করে পুঁজি দিয়েছেন ব্যবসা করার জন্য। গরিব পরিবারের

মেয়েদের বিয়েতে তিনি সবসময়ই সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। মেয়েদের প্রত্যেককে হামদর্দের পক্ষ থেকে সোনার অলংকারও প্রদান করা হয়।

**প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহযোগিতা প্রদান**

ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণের হাত প্রসারিত করেন সবার আগে। বন্যা, ঝড় এবং শীতার্ত মানুষের কাছে ওষুধ এবং ত্রাণ নিয়ে তিনি ছুটে যান সীমিত সামর্থ্য নিয়ে, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সাধ্যমত অনুদান দিয়ে থাকেন বিভিন্ন দুর্যোগের সময়। রোহিঙ্গাদের জন্যও হামদর্দ সাহায্য করেছে। নিজেরা গিয়েছে, ত্রাণ চিকিৎসাসেবা দিয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন হামদর্দের কাছ থেকে অর্থ ওষুধ নিয়ে রোহিঙ্গাদের সহযোগিতা করেছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দিবসে হামদর্দের নির্ধারিত চিকিৎসা কেন্দ্রে গরিবদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ করা হয়ে থাকে।

*বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন হামদর্দের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া*

*যানজটে আটকে পড়া পথচারীদের মাঝে ইফতার বিতরণ*

**যানজটে আটকে পড়া পথচারীদের মাঝে ইফতার বিতরণ**

মাহে রমজানে সড়কে অতিরিক্ত যানবাহন থাকায় যাত্রীসাধারণকে প্রায়ই ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকতে হয়। অনেক সময় পথে থাকতেই ইফতারের সময় হয়ে যায়। ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়া ঘরমুখো মানুষকে ইফতার করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন স্পটে রোজাদারদের জন্য তিনি এক গ্লাস শরবত এবং একটি ইফতারের প্যাকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। রাজধানীর যেসব এলাকায় যানজট বেশি, ইফতার বিতরণের জন্য সেসব স্পট নির্বাচন করে হামদর্দ কর্মীগণ তা বিতরণ করে থাকেন। এই ইফতার বিতরণ কার্যক্রম পহেলা রমজান থেকে ৩০ রমজান পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রতিদিন চার পাঁচটি স্পটে ইফতার বিতরণ করায় যানজটে আটকে থাকা রোজাদারগণ সঠিক সময়ে ইফতার করতে পারেন।

**ইউনানী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

হামদর্দ দীর্ঘদিন ধরে এদেশে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন ও গবেষণায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজের অংশ হিসেবে ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির অনুমোদনক্রমে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ঔষধের কার্যক্রমের মাধ্যমে বিইউএমএ ও বিএএমএস প্রোগ্রামিং শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা চালু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলাদেশে এটি সর্বপ্রথম সফল পদক্ষেপ। হামদর্দ বাংলাদেশ-ই প্রথম চট্টগ্রাম

*২০০১ সালে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ-এর হাত থেকে আধুনিক পদক গ্রহণ করেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। পাশে বিচারপতি হাবিবুর রহমান এবং জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলাম*

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রওশন জাহান ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, লক্ষ্মীপুর ও রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হামদর্দ ইউনানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বগুড়ায় ব্যাচেলর অব ইউনানী মেডিসিন এন্ড সার্জারি প্রোগ্রাম চালু করেছে। এ দু'টি প্রতিষ্ঠানে ২০১৮ থেকে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ডিজি হেলথের নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাতালিকার শিক্ষার্থীরা এমএসএ দ্বিতীয় ব্যাচে ভর্তি হয়েছেন। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে ভারত সরকার ২০১৪ সালে AYUSH (ayurvedic yoga unani siddha homeopathic) নামে একটি ভিন্ন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৭০ সালে ইউনানী আয়ুর্বেদিক হোমিওপ্যাথ ও সিদ্ধা মেডিসিনের জন্য সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর ইন্ডিয়ান মেডিসিন গঠন করা হয়। এই কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে ভারতের প্রায় ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বিইউএমএস ও এমডি প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে।

নেপালে ১৯৮৮ সালে আয়ুর্বেদিক মেডিসিন কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। Ministry of indigenous medicine প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভুটানে ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে Institute of traditional medicine service গঠিত হয়েছে। মায়ানমার ১৯৫৩ সালে Traditional medicine council প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশের ডিজি হেলথ এর উদ্যোগে Alternative medicine care division AMC in Bangladesh নামে একটি National strategy and action plan এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে। উক্ত খসড়া পরিকল্পনায় বাংলাদেশে একটি ইউনানী, আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিল গঠনের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণে আমাদেরও এ বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া কিছু কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা করেছেন।

১। আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্টিশনার্স অধ্যাদেশ দ্রুত সংশোধনপূর্বক আইনে পরিণত করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২। ইউনানী আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক-এর জন্য একটি স্বতন্ত্র কাউন্সিল গঠন করাসহ ডিজিএইচএস ও বোর্ডের পরিবর্তে এ কাউন্সিলের অধীনে স্নাতকোত্তরসহ সকল ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের নিবন্ধনের উদ্যোগ নেওয়া।

৩। দেশের সকল ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্যসহ পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেজ তৈরি করা।

৪। স্বাস্থ্যসেবার সকল স্তরের মেডিকেল কলেজ, জেলা সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল সরকারি হাসপাতালে ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের

পদায়নসহ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সুযোগ তৈরি করা।

৫। বেসরকারি পর্যায়ে স্নাতক মানের ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক কলেজ স্থাপনের নীতিমালায় ৩০ হাজার হাসপাতাল থাকার বিধান রয়েছে। এ ধরনের হাসপাতাল স্থাপন ও নিবন্ধনের নীতিমালা প্রণয়ন এবং হাসপাতালে নিবন্ধন প্রদান।

৬। গবেষণার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্নাতক মানের ইউনানী আয়ুর্বেদিক হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষণাগার স্থাপন ও প্রয়োজনীয় সরকারি তহবিল প্রদান।

৭। দেশের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের ডিগ্রি এমডি, এমএস ইত্যাদি অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিসিন অনুষদ চালু করা।

৮। বিদেশে ইউনানী আয়ুর্বেদিক হোমিওপ্যাথিক শিক্ষক ও চিকিৎসকদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও প্রশিক্ষণের জন্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করা।

৯। ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মান উন্নয়নসহ চিকিৎসার নামে সকল অপচিকিৎসা বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ এবং চিকিৎসকদের আচরণবিধি মেনে চলার ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশা পূরণে এই বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য সরকার কর্তৃক সময়োপযোগী পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

১১। বিপুল জনগোষ্ঠীর এই দেশে সাধারণ মানুষের জন্য স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভারত ও শ্রীলংকার মতো alternative indigenous চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ভিন্ন মন্ত্রণালয় স্থাপন।

## পুরস্কার ও সম্মাননা

ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া কাজ করে চলেছেন বিপুল উদ্যমে, কাজের স্বীকৃতিও পেয়েছেন। তিনি পেয়েছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদক '৯৫, সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পদক, জাতীয় মানবাধিকার সাংবাদিক সংস্থার পক্ষ থেকে পদক '৯৭, পথিকৃৎ এর পক্ষ থেকে রোকেয়া পদক ২০০০, ধূমপান বিরোধী সংগঠন (আধূনিক) পদক '৯৭, ইরাকের বেস্ট হারবাল স্পেশালিস্ট Nasyo Award '৯৯, আল আমিন ফাউন্ডেশন পদক ২০০০, সমাজচিন্তা পদক ২০০১, ধূমপান বিরোধী সংগঠন আধূনিক ২০০১, মরহুম সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী স্মৃতি পদক ২০০১, ইবনে সিনা অ্যাওয়ার্ড ২০০২, জাতীয় সমন্বিত উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পদক ২০০৯ এবং অর্থকণ্ঠ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড ২০০৯।

*হার্বাল ওষুধের উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য তৎকালীন বন ও পরিবেশ মন্ত্রী শাজাহান সিরাজ ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার হাতে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার পদক তুলে দিচ্ছেন*

ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেনের কাছ থেকে জাতীয় সমন্বয় উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সম্মাননা পদক-২০১৪ গ্রহণ করেন হামদর্দের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

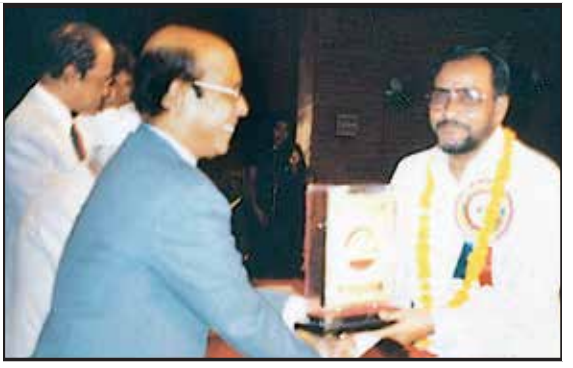

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. আজাদ চৌধুরী হামদর্দের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার হাতে জাতীয় সাহিত্য সংসদের পদক তুলে দেন*

*তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার হাতে পদক এবং সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছেন। পাশে তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ*

*ইউনানী চিকিৎসা ও মানবসেবায় অনন্য অবদানের জন্য 'জাতীয় সমন্বিত উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' হামদর্দের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়াকে সম্মাননা প্রদান করে। সংস্থার পক্ষ থেকে এ পদক তুলে দেন তৎকালীন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ*

*পিপল্‌স ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আব্দুল মান্নানের হাত থেকে ওয়ার্ল্ড এ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিন এর এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেছেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া*

# হাকীম সাঈদের প্রেরণায় যেভাবে হামদর্দের হাল ধরেন ড. হাকীম ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

*হামদর্দ বিজ্ঞান নগরের পরিকল্পনা নিয়ে হাকীম মো. সাঈদের সঙ্গে একান্ত আলোচনা করছেন হামদর্দের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। (বামে) পাকিস্তান হামদর্দের এমডি এবং (ডানে) হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টিজের তৎকালীন চেয়ারম্যান বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরী*

**ক.**

১৯৫৩ সালের ঘটনা। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে হামদর্দের প্রথম শোরুম উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। ১৯৫৯ সালে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ চট্টগ্রামে ১৯, আইস ফ্যাক্টরি এলাকায় দ্বিতীয় শোরুম চালু করেন।

মুক্তিযুদ্ধের পরে হাঁড়িপাতিলসহ মাত্র ৫০ হাজার টাকার পুঁজি আর ছয়গুণ দায়দেনার বোঝা কাঁধে নিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হামদর্দের হাল ধরেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। নানা ঘাত প্রতিঘাত সামলে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে ধীরে ধীরে তিনি হামদর্দকে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যান। স্বপ্রণোদিত হয়ে হামদর্দকে এগিয়ে নেওয়ার দুঃসাধ্য কাজে ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার একাগ্রতা ও আন্তরিকতায় খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ। তিনি ১৯৭২ সালের পর হামদর্দ

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য বেশ কয়েকবার ঢাকায় আসেন। সরেজমিনে হামদর্দের বিপুল উত্থান ও সাফল্য দেখে বিস্মিত হন হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ। তিনি তখন গর্বভরে বলেন, ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া একজন কর্মোদ্যমী ও সাহসী মানুষ। তাঁর প্রতি আমার অবিচল আস্থা আছে।

*উপমহাদেশে হামদর্দের তিন রূপকার (ডান থেকে) হাকীম আব্দুল হামিদ (ভারত হামদর্দ) ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া(বাংলাদেশ হামদর্দ), হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ (পাকিস্তান হামদর্দ)*

ভবিষ্যতে তিনি হামদর্দ বাংলাদেশকে সাফল্যের শীর্ষচূড়ায় নিয়ে যাবেন। তিনি ১৯৯৪ সালে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে হামদর্দের আধুনিক কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০০৮ সালে আধুনিক হামদর্দ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া হাকীম মোহাম্মদ সাঈদের স্মৃতিচিহ্নকে ধরে রাখা এবং তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন হাকীম সাঈদ ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও পরামর্শ নিয়ে হামদর্দ বাংলাদেশ পরিচালনা করেছেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। এই মহৎপ্রাণ মানুষটি হায়েনার আঘাতে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর অনুপ্রেরণাকে বুকে ধারণ করে আছেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। হামদর্দ বাংলাদেশকে আধুনিকায়নের উদ্যোগ নিয়ে মূলত হাকীম সাঈদের স্বপ্নকেই বাস্তব রূপ দিয়ে চলেছেন তিনি। তাই সময়ের পালাক্রমে আধুনিক হামদর্দ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সকলেই ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়াকেই অভিষিক্ত করেন।

## খ.

উপমহাদেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ সোনালি হরফে লেখা এক উজ্জ্বল ও আলোকিত নাম। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ১৯২০ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের দিল্লিতে এক শিক্ষিত ও ধর্মপ্রাণ উর্দুভাষী মুহাজির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হামদর্দের প্রতিষ্ঠাতা হাকীম হাফেজ আব্দুল মজিদের কনিষ্ঠ পুত্র।

*বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ হামদর্দ চিকিৎসা ও বিক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন হাকীম মো. সাঈদ। পাশে (বামে) হামদর্দের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরী এবং হাকীম আজিজুল ইসলাম (ডানে পাকিস্তান হামদর্দের এমডি)*

তাঁর পূর্বপুরুষরা মুঘল সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বকালে কাশগর বর্তমানে কাশীতে, জিনজিয়াং, চীন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন। তাঁরা প্রথমে প্রায় আঠারো বছর পেশোয়ারে অবস্থান করেন, তারপর মুলতানে চলে যান, অবশেষে দিল্লিতে বসতি স্থাপন করেন। সাঈদ স্থানীয় স্কুলে আরবি, ফার্সি, উর্দু, ইংরেজি শেখেন এবং কুরআনে হাফেজ হন। ১৯৩৮ সালে ১৮ বছর বয়সে হাকীম সাঈদ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে ১৯৪২ সালে সাঈদ ফার্মেসিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। স্নাতক শিক্ষার পর হাকীম সাঈদ হামদর্দ ওয়াক্ফ ল্যাবরেটরিতে জুনিয়র গবেষক হিসেবে যোগ দেন এবং ভেষজ ওষুধের গুণমান নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। ১৯৪৫ সালে হাকীম সাঈদ একই প্রতিষ্ঠান থেকে ফার্মেসিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

**গ.**

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মাত্র ৪১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন হাকীম সাঈদের পিতা ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রখ্যাত গবেষক হাকীম হাফেজ আব্দুল মজিদ। এরপর মা রাবেয়া বেগমের দীক্ষা ও নির্দেশনায় বেড়ে ওঠেন হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ। তাঁর সহোদর ভাই হাকীম আব্দুল হামিদও ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী। মা এবং বড় ভাইয়ের অনুপ্রেরণায় পিতার মনন ও কর্মমুখরতাকে সজীব রাখতেই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালান হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হওয়ার সময় তিনি সপরিবারে পাকিস্তানের করাচি চলে যান। সেখানেই তিনি পরবর্তীকালে হামদর্দ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হামদর্দের নাম পাকিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। জনপ্রিয় হয়ে ওঠে হামদর্দের

*বারডেমের কর্মকর্তাবৃন্দ, অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান, হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ (পাকিস্তান হামদর্দ) ও ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া (বাংলাদেশ হামদর্দ)*

ওষুধ ও পণ্যসামগ্রী। তিনি মানবকল্যাণের সেবাকে বিস্তৃত করতে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ-স্কুলসহ বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

**ঘ.**

১৯৫৩ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের পর, হাকীম সাঈদ সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসির সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালে হাকীম সাঈদ ফেডারেল সরকারের সাথে মতপার্থক্যের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান আর্মি মেডিকেল কোরের তৎকালীন সার্জন

জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াজিদ আলি খান বুরকি ইস্টার্ন মেডিসিন তথা ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করলে হাকীম সাঈদ জোরালো প্রতিবাদ করেন। হাকীম সাঈদ প্রবন্ধ লেখেন, তিনি এ নিয়ে সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং ইস্টার্ন মেডিসিনকে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠার জন্য

*হামদর্দ কারখানা পরিদর্শনকালে মুনাজাত করছেন হাকীম মো. সাঈদ। সাথে রয়েছেন (ডানে) হামদর্দের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, লিলি. এ্যান. ডি' সিলভা এবং হাকীম হাফেজ আজিজুল ইসলাম*

আপ্রাণ চেষ্টা চালান। তখন ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে প্রাচ্য চিকিৎসাকে বৈধতা দিয়ে একটি আইন পাস করেন। ১৯৮৫ সালে হাকিম মোহাম্মদ সাঈদ হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে তিনি প্রথম উপাচার্য এবং অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

**ঙ.**

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, করাচিতে মদিনাত-আল-হিকমাহ ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। হাকীম সাঈদ হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হামদর্দ কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড ডেন্টিস্টস, হামদর্দ আল-মাজিদ কলেজ অফ ইস্টার্ন মেডিসিন, হাফিজ মুহাম্মদ ইলিয়াস ইনস্টিটিউট অব হারবাল সায়েন্স, হামদর্দ ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স, হামদর্দ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস, হামদর্দ ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, হামদর্দ স্কুল অব ল, ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ, হামদর্দ পাবলিক স্কুল এবং হামদর্দ ভিলেজ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ উর্দু এবং ইংরেজিতে ২০০ টিরও বেশি বই ও জার্নাল লিখেছেন, সম্পাদনা ও সংকলন করেছেন। ভ্রমণকাহিনী লেখার পাশাপাশি তিনি বিশেষ করে তরুণ ও শিশুদের জন্য বইও লিখেছেন। এছাড়াও তিনি হামদর্দ ইসলামিকাস, হামদর্দ মেডিকাস, জার্নাল অফ দ্য পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি "হিস্টোরিকাস, হামদর্দ-ই-সেহাত এবং হামদর্দ নও নেহাল" এর মতো কিছু জার্নাল সম্পাদনা করেন। বেশ কয়েক বছর তিনি ইউনেস্কোর জার্নাল কুরিয়ারের উর্দু সংস্করণ 'পায়ামি'র সম্পাদক ছিলেন। হাকীম সাঈদ চিকিৎসাবিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিশ্বের অনেক দেশে ভ্রমণ করেন।

**চ.**

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ছিলেন ইস্টার্ন মেডিসিনের একজন খ্যাতিমান উদ্যোক্তা ও অথরিটি। যিনি পাকিস্তান, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা বিশ্বের রোগীদের চিকিৎসা করতেন। তিনি ছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) উপদেষ্টা। তাঁর হাত ধরেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হারবাল তথা ভেষজ ওষুধ স্বীকৃতি পায়। ২০০২ সালে পাকিস্তান সরকার তাঁকে মরণোত্তর 'নিশান-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব প্রদান করে।

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ১৯৯৩ সালের ১৯ জুলাই থেকে ১৯৯৪ সালের ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত সিন্ধু প্রদেশের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাঈদ ছিলেন চিকিৎসা ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অন্যতম বিশিষ্ট চিকিৎসা গবেষক। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হামদর্দের ভেষজ চিকিৎসা পণ্যগুলো পাকিস্তানের ঘরে ঘরে পরিচিতি ও প্রশংসা লাভ করে।

**ছ.**

১৯৯৮ সালের ১৭ অক্টোবর হাকীম সাঈদ করাচির হামদর্দ ল্যাবরেটরিতে যাওয়ার পথে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর একটি দল তাঁকে হত্যা করে। তাঁর হত্যাকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। প্রাদেশিক সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে না পারায় তিনি তখন সিন্ধু প্রদেশে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন জারি করেন।

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদের শাহাদাতের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি হয়। তিনি চলে গেছেন নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে, কিন্তু আলো ও অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে তাঁর অজস্র কর্মতৎপরতা ও অবদান।

# ৫২ বছরে হামদর্দের অর্জন

**১৯৭২ থেকে ১৯৮১...প্রথম দশ বছর**

১৯৭১ সাল। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, মা বোনের সম্ভ্রম আর শহীদের রক্তের বিনিময়ে আসে স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে হামদর্দ একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও রুগ্‌ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হয়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সময়কালে ৭ জন মোতাওয়াল্লী নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁরা হামদর্দকে সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পরিচালনা করতে না পারায় সেই সময় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।

*১৯৭২ পরবর্তী হামদর্দ দাওয়াখানা ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউর দাওয়াখানায় রোগী সাধারণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়*

১৯৭৫ সালে ষড়যন্ত্র করে হামদর্দ বাংলাদেশ'কে লে অফ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তাতে বাধা দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। ১৯৭৭ সালে মোতাওয়াল্লী হিসেবে নিয়োগ পান তৎকালীন সিনিয়র কর্মকর্তা নুরুল আফসার। কিন্তু তিনি নানা কারণে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারেননি। ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া সবার মধ্যে সাহস সঞ্চার করে বলেন, আল্লাহর রহমত এবং আমাদের প্রচেষ্টায় হামদর্দ ঘুরে দাঁড়াবে ইনশাআল্লাহ। এ সময় তিনি নেপথ্যে থেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠানটির হাল ধরেন।

**১৯৮২-১৯৯১ দ্বিতীয় দশ বছর...**

১৯৮২ সালে হামদর্দ বাংলাদেশের সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাত্র ৫০ হাজার টাকার মূলধন এবং ছয় গুণ ঋণ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় প্রতিষ্ঠান। এত অল্প মূলধন নিয়ে হামদর্দের অগ্রযাত্রার এ তথ্যটি ওয়াক্ফ প্রশাসনে এখনো সংরক্ষিত রয়েছে।

১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ড্রাগ পলিসিতে হার্বাল চিকিৎসাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগী হন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। এ স্বীকৃতির কারণে সরকারি হাসপাতালে নিয়োগ পাচ্ছেন ইউনানী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকরা। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে আসায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হারবাল ওষুধ শিল্পের। এর ফলে তৈরি হয়েছে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ফর্মুলারি।

*বিশ্ব ইজতেমা ১৯৮৫ (টঙ্গীর বিশ্ব ইজতিমায় আগত মুসল্লীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সাল থেকে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে হামদর্দ বাংলাদেশ চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছে )*

১৯৮৩ সাল থেকে বিশ্বে মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব বিশ্ব ইজতেমায় হামদর্দ মেডিকেল ক্যাম্প করে ফ্রি চিকিৎসা সেবা দেওয়া শুরু করে। যা আজও অব্যাহত আছে। এর ফলে ইজতেমায় আগত বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

১৯৮৪ সালে হামদর্দ কারখানায় হামলা চালায় একদল দুর্বৃত্ত। আল্লাহর একান্ত ইচ্ছায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। তিনি জীবনের বিনিময়ে হামদর্দকে এগিয়ে নেওয়ার শপথ নেন। ফলে কর্মীরা নতুন উদ্যমে কাজ করার সাহস ও অনুপ্রেরণা পান।

১৯৮৬ সাল। তখন একজন মোতাওয়াল্লীই নিয়ন্ত্রণ করতেন সবকিছু। কিন্তু ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া ক্ষমতার বিভাজন করতে এবং সবার পরামর্শ নিয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে হামদর্দকে পরিচালনা করতে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ৯ সদস্যের সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেন। সেই ধারাবাহিকতায় অব্যাহত রয়েছে ট্রাস্টি বোর্ডের মতামত নিয়ে হামদর্দ পরিচালনার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের রীতি।

১৯৮৮ সালে প্রলয়ংকরী বন্যার সময় হামদর্দ মাহামান্য রাষ্ট্রপতির তহবিলে অর্থ প্রদানসহ দুর্গত মানুষকে সহযোগিতায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ঠিক একইভাবে ১৯৯১ সালেও ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে হামদর্দ। ১৯৯০ সালে উত্তরাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র বগুড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় হামদর্দ ইউনানী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

**১৯৯২-২০০১...তৃতীয় দশ বছর...**

মানবকল্যাণে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করায় শিল্পাচার্য পদক ৯৫, স্বাধীনতা পদক ৯৭, জাতীয় মানবাধিকার সংস্থা পদক ১৯৯৭, ইরাক সরকার কর্তৃক বেস্ট হারবাল এ্যাওয়ার্ড ৯৯, রোকেয়া পদক ২০০০, সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী পদক ২০০১ অর্জন করেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া এবং হামদর্দ পরিবার। ২০০২ সালে ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অব ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিন থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন আধুনিক হামদর্দ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া এবং তৎকালীন পরিচালক বিপণন মো. রফিকুল ইসলাম।

*সোনারগাঁয়ের মেঘনাঘাটে কারখানার নিজস্ব জমিতে হামদর্দের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ*

১৯৯৪ সাল। ঢাকার অদূরে ছায়াসুনিবিড় সোনারগাঁওয়ে আধুনিক কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন হামদর্দের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বপ্নপুরুষ মরহুম হাফেজ আবদুল মজিদের সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ হাকীম মো. সাঈদ। এরপর বিপুল কর্মোদ্যোগে ওষুধ উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করে হামদর্দ।

অসহায় আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ১৯৯৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ফান্ডে অনুদান প্রদান করে হামদর্দ। ১৯৯৭ সালে নোয়াখালীতে এইচ এ জনকল্যাণ আলিম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া।

**২০০২-২০১১...চতুর্থ দশ বছর...**

২০০৪ সালে ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার একক প্রচেষ্টায় ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হার্বাল ওষুধ শিল্প থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করে সরকার। এই খাতের অগ্রগতি ও বিকাশে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ভ্যাট না থাকায় এই শিল্প খাত ফিনিক্স পাখির মতো জেগে ওঠে। প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন অনেক শিল্প কারখানা। বাড়ে কর্মসংস্থান এবং ওষুধের বাজার। এখন সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোও ইউনানী আয়ুর্বেদিক হারবাল খাতে বিনিয়োগ করে সফল হচ্ছে, কেবল ভ্যাট না থাকার কারণে।

*হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের জমিতে বালু ভরাট কাজের উদ্বোধন*

হাকীম মো. সাঈদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২০০৮ সালে শিক্ষা বিস্তারে অসাধারণ উদ্যোগ গ্রহণ করেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের জন্য তিনি জমি ক্রয় করেন এবং মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়। স্বপ্নের এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন হাকীম মো. সাঈদের সুযোগ্য কন্যা সাদিয়া রশিদ। শহীদ হাকীম মো. সাঈদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ একই বছর তাঁর নামে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয় হাকীম সাঈদ ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ।

ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া মনে করেন, সমাজকে বদলে দেবার জন্য শুধু শিক্ষিতই নয়, মানবদরদি সৎ মানুষও খুব জরুরি। এই অসাধারণ লক্ষ্য নিয়ে ২০১০ সালে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত

হয় হামদর্দ পাবলিক কলেজ। যা এখন স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সবার কাছে পরিচিত। প্রতিবছর সফলতার সঙ্গে শতভাগ উত্তীর্ণ হয় এই কলেজের শিক্ষার্থীরা। ইতোমধ্যে অসংখ্য শিক্ষার্থী কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বুয়েট, মেডিকেল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে কর্মজীবনে দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

**২০১২-২০২১ পঞ্চম দশ বছর**

২০১২ সালে ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া প্রতিষ্ঠা করেন হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ।

*১৬০ বিঘা জমিতে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ*

২০১৯ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ জিল্লুর রহমানের হাত থেকে সম্মাননা পদক গ্রহণ করেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। ২০২০ সালে দুদকে কতিপয় দুর্বৃত্তের দায়ের করা মিথ্যা অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পান ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। দুদক তাঁকে ক্লিন সার্টিফিকেট প্রদান করে।

২০২১ সালে এ্যালোপ্যাথিক, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক এই তিন পদ্ধতির সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় হামদর্দ জেনারেল হাসপাতাল। ব্যতিক্রমী ধারার এই হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান এমপি।

**গৌরবান্বিত ২০২২-২০২৪**

২০২২ সালে মানবকল্যাণে আরো ভূমিকা রাখতে হামদর্দের বিপণন কার্যক্রমের গতি বাড়াতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ বছর নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে আধুনিক কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় বড় পরিসরে। আয়ুর্বেদিক ডিভিশনের আধুনিক কারখানার যাত্রা শুরু হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় লক্ষ্মীপুরে রওশন জাহান ইস্টার্ন ইউনানী মেডিকেল কলেজ চত্বরে সমন্বিত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার। ভারতের স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়ুশ মন্ত্রণালয় হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে ইউনানী চেয়ার হিসেবে প্রেরণ

করে প্রখ্যাত ইউনানী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মনোয়ার হোসেন কাজমীকে। ক্যাম্পাসে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে উদ্‌যাপন করা হয় ইয়োগা ডে। এ বছরই মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়াকে।

এভাবে বর্ণাঢ্য কর্মতৎপরতা এবং মানুষের কল্যাণে নির্ঘুম অভিযাত্রায় বাতিঘর ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বে সামনে এগিয়ে চলেছে হামদর্দ বাংলাদেশ। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও মানবকল্যাণে সাধারণ মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও সুদিন নিশ্চিত করতে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে হামদর্দ বাংলাদেশ।

বহুবিধ ও বর্ণাঢ্য কর্মতৎপরতায় হামদর্দ অতিবাহিত করে ২০২৩ সাল। হামদর্দ বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন ভারতের আয়ুশ মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদিক সায়েন্স এর মহাপরিচালক অধ্যাপক রবি নারায়ণ আচার্য। বাংলাদেশ ইউনানী মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন-এর চেয়রাম্যান নির্বাচিত হন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। একই সাথে হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্ত হন তিনি।

২০২৪ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন লাভ করে রওশন জাহান ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (ইউনানী) লক্ষ্মীপুর এবং হামদর্দ ইউনানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (বগুড়া)। এই অর্জন যুগান্তকারী হিসেবে বিবেচিত হয়।

# ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

উপমহাদেশের জনগণের ঐতিহ্য ও শেকড়ের সুতোয় গাঁথা ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। অনেকে আদর করে এটাকে বলে থাকেন জীবনমুখী নিরাময়ের মাধ্যম। পৌনে দু'শো বছরের ব্রিটিশ আধিপত্যবাদী অপশাসনে ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত করে ফেলা হয় ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে। উনিশ শতকের শেষভাগ। শুরু হয় বিদেশি পণ্য বর্জনের সর্বাত্মক আন্দোলন।

ভারতের প্রখ্যাত ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানী হাকিম আবদুল মজিদ স্বদেশি চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন হামদর্দ নামের ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এরপর পেরিয়ে গেছে এক শতাব্দীরও বেশি সময়। নিজস্ব ওষুধের মাধ্যমে আর্তপীড়িত মানুষের রোগমুক্তি ও প্রগতিশীল জীবনের অনুঘটক হিসেবে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও হামদর্দ পরিণত হয়েছে প্রাচ্য চিকিৎসার পথিকৃৎ পদ্ধতি হিসেবে।

মুক্তিযুদ্ধের পর উদ্যমী তরুণ ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া মাত্র ৫০ হাজার টাকা পুঁজি, প্রায় তিন লাখ টাকা দেনা, ১১ কাঠা জমি, ৩১ জন কর্মচারী এবং ওষুধ তৈরির কিছু সংখ্যক হাঁড়িপাতিল নিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হামদর্দকে পুনর্গঠনের সুকঠিন যুদ্ধ শুরু করেন। ডাক্তার ভিজিট, আউটলেটে ওষুধ পৌঁছে দেওয়া এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ছিল মাত্র একটি ফনিক্স সাইকেল। সাইকেলটিতে চড়ে হামদর্দকে গড়ে তুলবার স্বপ্ন ফেরি করে বেড়াতেন ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া।

তরুণ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার এই স্বপ্ন ও উদ্যোগই যে বাংলাদেশে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাখাতের জন্য মাইলফলক হয়ে উঠবে একসময়, তা কে জানতো। সময়ের ডানায় চড়ে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ওষুধ শিল্পে এখন কাজ করছে হাজার হাজার উদ্যমী মানুষের বিশাল কর্মীবাহিনী। কেবল হামদর্দের উদ্যোগেই গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক কলেজ, মেডিকেল কলেজ, মাদ্রাসা, এতিমখানাসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ প্রতিষ্ঠান হওয়ায় হামদর্দের স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পদ থেকে অর্জিত

মুনাফা ব্যয়িত হচ্ছে মানবকল্যাণে।

বাংলাদেশে হামদর্দ শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা খাতে যুগান্তকারী বিপ্লব সূচিত হয়। গড়ে ওঠে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার অসংখ্য ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলাম, তৎকালীন ওষুধ প্রশাসনের পরিচালক ড. হুমায়ূন কে এম এ হাই, ইউনানী-আয়ুর্বেদিক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রয়াত হাকীম আজিজুল ইসলাম এবং ড. হাকীম মো.ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ড্রাগ পলিসিতে ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হারবাল চিকিৎসাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্যসেবায় যুক্ত করা হয়। ফলে সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়োগপ্রাপ্ত হন ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকরা। ইউনানী আয়ুর্বেদিক ওষুধ উৎপাদন ব্যবস্থা সরাসরি তদারকি শুরু করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। প্রণয়ন করা হয় ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ফর্মুলারি। এই খাতে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে ইতোমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা আইনের খসড়া।

২০১২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ। ২০১৪ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এবং বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সর্বসম্মতিক্রমে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর ব্যাচেলর অব ইউনানী মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি (বিইউএমএস) এবং ব্যাচেলর অব আয়ুর্বেদিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি (বিএএমএস) প্রোগ্রাম দু'টিকে অনুমোদন দেয়।

শুধু তাই নয়, প্রোগ্রাম দু'টির সিলেবাস ও কোর্স কারিকুলামও ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত। পাশাপাশি উক্ত অনুষদে শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে তারা। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একমাত্র হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ই সরাসরি বিইউএমএস ও বিএএমএস প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে।

শুধু রাজধানীকেন্দ্রিক নয়, তৃণমূল পর্যায়ে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। বাংলাদেশে ৩টি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মধ্যে একটি সরকারি। অপর দু'টি প্রতিষ্ঠান ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। একটি লক্ষ্মীপুরে অবস্থিত রওশন জাহান ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত। অন্যটি বগুড়ায় অবস্থিত হামদর্দ ইউনানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হিসেবে বিইউএমএস প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। যার ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষও ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষার সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হয়ে শিক্ষাদানের এই সুযোগটি কেবলমাত্র হামদর্দ পরিচালিত দু'টি ইউনানী

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালই পেয়েছে।

ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার নির্দেশনায় বাংলাদেশের ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চশিক্ষার আঙিনায় পা রেখেছে। অত্যাধুনিক ল্যাবের মাধ্যমে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে নিরন্তর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচ্ছে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে রয়েছে উচ্চতর এমপিএইচ ডিগ্রীও।

হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিইউএমএস ও বিএএমএস প্রোগ্রাম দু'টি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির এমবিবিএস-এর সমমর্যাদার। প্রোগ্রাম দু'টি সম্পন্ন করলে বেসরকারি চাকরির পাশাপাশি রয়েছে সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ।

হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ; ভারত, শ্রীলঙ্কা ও তুরস্কের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে। ইতোমধ্যে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ক্যাম্পাসে শ্রীলঙ্কা থেকে আসা বিশেষজ্ঞ শিক্ষক পাঠদান করেছেন। ভারত সরকারের আয়ুশ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে ইউনানী চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রখ্যাত ইউনানী চিকিৎসাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডা.মনোয়ার হোসেন কাজমি।

সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করার কারণে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিইউএমএস ও বিএএমএস প্রোগ্রামের যেকোনো শিক্ষার্থী ভারত ও তুরস্কে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে চাকরি করারও সুযোগ নিতে পারেন। বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর, এমফিল, পিএইচডি ও এমডি ডিগ্রী চালু করার বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সীতেশ চন্দ্র বাছার লেখেন, বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের পাশাপাশি ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হারবাল ও হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ভূমিকা পালন করছে। আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার পাশাপাশি অলটারনেটিভ এই পদ্ধতিও চিকিৎসাব্যবস্থায় বিরাট ভূমিকা রাখছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তথ্যমতে, বর্তমানে ইউনানী ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৭২ এবং সেখানে নিবন্ধিত ওষুধের সংখ্যা ৬ হাজার ৬৩০, আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০১ এবং নিবন্ধিত ওষুধের সংখ্যা ৪ হাজার ১১০, হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪২টি এবং নিবন্ধিত ওষুধের সংখ্যা ২ হাজার ৪১৭। হারবাল ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩২ এবং সেখানে নিবন্ধিত ওষুধের সংখ্যা ৫৫০। নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার প্রচেষ্টা রয়েছে অলটারনেটিভ এই চিকিৎসাপদ্ধতির উন্নতি সাধন করার।

ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার আন্তরিক ও একক প্রচেষ্টায় ভ্যাটমুক্ত করা হয় ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ওষুধ শিল্পকে। ফলে দিন যত যাচ্ছে, মানুষের কল্যাণে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হচ্ছে এই খাত। সরকারও ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ও শিক্ষাখাতকে নিয়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সুতরাং

এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, আগামী দিনের নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা শিক্ষা হিসেবে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক বিজ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই ।

এভাবেই ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার হাত ধরে দুর্দমনীয় গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। সময়ের চড়াই-উতরাই আর গিরিখাদ পেরিয়ে এই ব্যবস্থা এখন পরিণত হয়েছে মানুষের বিশ্বাস ও আস্থার আলোঘরে।

# স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় লালসবুজের নতুন ভূখণ্ড 'বাংলাদেশ'। মুক্তিযুদ্ধের পর জনগণের আহ্বান ছিল 'এবার বাংলাদেশকে গড়ে তোলার যুদ্ধ শুরু করো'। এ ডাকে সাড়া দেন ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। মাত্র ৫০ হাজার টাকা পুঁজি, প্রায় তিন লাখ টাকা দেনা, ১১ কাঠা জমি, ৩১ জন কর্মচারী এবং ওষুধ তৈরির কিছুসংখ্যক হাঁড়িপাতিল নিয়ে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হামদর্দ পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন।

সময়ের ধারাবাহিকতায় ইউনানী আয়ুর্বেদিক ওষুধ শিল্পের প্রতীকে পরিণত হয় হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ। নতুন নতুন উদ্যোগ নিয়ে সফল হয় প্রতিষ্ঠানটি। ২০১২ সাল। মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় ফুলদি নদীর তীর ঘেঁষে ছায়াসুনিবিড় পাখি ডাকা এক সবুজ আঙিনা। এ প্রাঙ্গণেই ড. হাকীম

মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর স্বপ্নের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ। ফুলদি নদীর তট ঘেঁষে প্রায় ১৬০ বিঘারও বেশি বিশাল ক্যাম্পাসে ***'হামদর্দ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি নগর'*** এ বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত।

**বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামসমূহ:**

বর্তমানে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এ পাঁচ (০৫) টি অনুষদের অধীনে (বিজ্ঞান- প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিসিন অনুষদ এবং হেলথ সায়েন্সেস অনুষদ) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দিক-নির্দেশনায় ছয় (০৬) মাসের সেমিস্টার বা বাই সেমিস্টার পদ্ধতিতে **বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই), বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই), ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বিএ (অনার্স) ইন ইংলিশ, বিএসএস (অনার্স) ইন ইকোনোমিক্স, বিএসসি (অনার্স) ইন ম্যাথমেটিকস, ব্যাচেলর অব ইউনানী মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি (বিইউএমএস) ও ব্যাচেলর অব আয়ুর্বেদিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি (বিএএমএস) এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এমবিএ, ইএমবিএ, এম এ ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং (এম এ ইন ইএলটি) মাস্টার্স অব পাবলিক হেলথ (এমপিএইচ) এবং এমএসসি ইন ম্যাথমেটিক্স, ইসলামিক স্টাডিজসহ** সর্বমোট ১৭টি প্রোগ্রামে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শুধুমাত্র হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে বিইউএমএস ও বিএএমএস

প্রোগ্রামসমূহ অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

**বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ:**

হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এর ১৮ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব ট্রাস্টিজ রয়েছে। বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাবেক সচিব ও ডিজি এনএসআই এবং বাংলাদেশ ইউনানী আয়ুর্বেদিক বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান কাজী গোলাম রহমান। ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি এবং জাতীয় অধ্যাপক ডা. এ. কে. আজাদ খান। বোর্ডের মহাসচিব খ্যাতিমান শিল্পোদ্যোক্তা ও বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। আরও রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল আবু তৈয়ব মোহাম্মদ জহিরুল আলম, পিএসপির সাবেক চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ পুলিশ-এর সাবেক আইজি এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী, সাবেক সচিব মো. নুরুল ইসলাম পিএইচডি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও কুমিল্লা-৭ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, ওয়াক্ফ প্রশাসক ড. খান মো. নুরুল আমিন, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডা. মো. ইসমাইল খানসহ প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ।

**আধুনিক সুবিধাসমূহ:**

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে ফাইবার অপটিক সুবিধা সংবলিত ইন্টারনেট ব্যবস্থা এবং ওয়াই-ফাই সুযোগসমৃদ্ধ ক্যাম্পাস রয়েছে। হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধাসমৃদ্ধ ক্লাসরুম, উন্নত বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাবরেটরি, সুবৃহৎ লাইব্রেরি ব্যবহারের সুবিধা দিয়ে আসছে।

**টিউশন ফি ও অন্যান্য সুবিধাসমূহ:**

বিশ্ববিদ্যালয়টি কোনো ব্যবসায়িক স্বার্থে পরিচালিত হয় না। হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক

মানবসেবায় পরিচালিত হয় ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের এই প্রতিষ্ঠান। তাই অন্যান্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থী এবং মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও দরিদ্র, মেধাবী, পোষ্য ও ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। ক্যাফেটেরিয়ায় স্বল্পমূল্যে মানসম্মত খাবার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া কুমিল্লা ও ঢাকাসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য কুমিল্লার নূরজাহান হোটেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এবং ঢাকা'র সাইনবোর্ড এলাকা থেকে ক্যাম্পাস পর্যন্ত নিয়মিত ফ্রি বাস সার্ভিস রয়েছে।

**বিভিন্ন ক্লাব ও কো-কারিকুলাম:**

শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫টি ক্লাবের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নিয়মিত খেলাধুলা, বিজ্ঞান মেলা, প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, সমসাময়িক এবং অ্যাকাডেমিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার ও কর্মশালা, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন তো রয়েছেই। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এবং বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগের উদ্যোগে নিয়মিত সমকালীন বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর সেমিনার এবং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

**শিক্ষার্থীদের চাকরি সংক্রান্ত ও বাস্তবমুখী ট্রেনিং প্রোগ্রামসমূহ:**

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার ও ইংরেজি বিষয়ের উপর বিনামূল্যে ট্রেনিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীরা বিসিএসসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যাতে সাফল্য লাভ করতে পারে, সে লক্ষ্যে কাউন্সেলিংয়ের উদ্যোগও রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চাকরি সংক্রান্ত প্রফেশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম (পিটিপি) চলমান রয়েছে।

**আবাসন এবং ফ্রি পরিবহন সুবিধা:**

হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর শিক্ষার্থীদের জন্য তিনটি আবাসিক হোস্টেল (ক্যাম্পাস সংলগ্ন ছাত্র হোস্টেল ০২ টি এবং ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ছাত্রী হোস্টেল ০১ টি) এবং নিজস্ব ফ্রি পরিবহনের ব্যবস্থা রয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ছাত্রীদের জন্য আবাসিক হোস্টেল তৈরি করা হয়েছে। ক্যাম্পাস অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য ছয় তলা বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নির্মাণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

**শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান:**

হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ৬০ শয্যা বিশিষ্ট হামদর্দ জেনারেল হাসপাতাল রয়েছে। এই হাসপাতাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে থাকেন।

**উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য সমঝোতা চুক্তিসমূহ:**

শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা এবং যুগোপযোগী গবেষণার প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়টি বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তুরস্কের কাস্তামনু বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতের জামেয়া হামদর্দ, AYUSH মন্ত্রণালয় এবং শ্রীলংকার দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ফর কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিনের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সকল সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ সহায়তা প্রদান করছে। সমঝোতার আলোকে ভারতের AYUSH মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত প্রখ্যাত চিকিৎসক ও ইউনানী গবেষক অধ্যাপক ডা. মনোয়ার হোসেন কাজমী ইউনানী চেয়ার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এছাড়াও শ্রীলঙ্কার ইউনিভার্সিটি অব কলম্বোর ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিজিনাস্ মেডিসিন এর অধ্যাপক ডা. এস এম রইসউদ্দিন ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি হিসাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছেন।

**চাকরির সুযোগ:**

হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ শুধুমাত্র গুণগত শিক্ষা প্রদান করছে না, পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাসকৃত সুযোগ্য গ্র্যাজুয়েটদের চাকরির ব্যবস্থাও করেছে। হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ; ঢাকা, লক্ষ্মীপুর ও বগুড়ায় অবস্থিত হামদর্দ ইউনানী মেডিকেল কলেজ, হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর আধুনিক ফ্যাক্টরি ও কর্পোরেট অফিস, হামদর্দ জেনারেল হাসপাতাল, হামদর্দ পাবলিক কলেজ এবং দেশব্যাপী বিস্তৃত হামদর্দ বাংলাদেশ এর ৩০০ টি আউটলেটে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

ঢাকা থেকে মাত্র ৪০ মিনিটের দূরত্বে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ক্যাম্পাস অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রাকৃতিক নৈসর্গিক পরিবেশে আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে যাচ্ছে। যথাযথ অ্যাকাডেমিক লিডারশিপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবগুলোর ধারাবাহিক কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। ফলে সময়ের চড়াই উতরাই পেরিয়ে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এখন পরিণত হয়েছে উচ্চশিক্ষার গর্বিত এক পাদপীঠে।

# বিন্দু থেকে সিন্ধু তৈরির গল্প
# যে জীবন আলোর পথের নিরন্তর প্রেরণা

*স্নিগ্ধ এক সকালে মুখোমুখি হয়েছিলাম বাতিঘর ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার। এই বটবৃক্ষের কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করেছি তাঁর কিংবদন্তি জীবনের নানা পাঠ।*

***সাক্ষাৎকার: আমিরুল মোমেনীন মানিক***

.....

**প্রশ্ন: ছোটবেলায় কোন্ স্বপ্ন দেখতেন? বড় হয়ে কী হতে চেয়েছিলেন?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** আমি জন্মেছিলাম লক্ষ্মীপুরের ছায়াঢাকা মায়াঢাকা দক্ষিণ মাগুরী নামের এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যঘেরা গ্রামে। অপার সবুজ প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা আমার শৈশব ও কৈশোর ছিল অন্যরকম। বিশেষ করে আমার পিতা মরহুম ছায়েদউল্লাহ ভূঁইয়ার জীবনযাপন, আদর্শ আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

পরম শ্রদ্ধেয় মা মরহুমা রওশন জাহান বেগম আমাদের সব ভাই বোনের প্রতি ছিলেন যত্নবান ও আন্তরিক। বাবা এবং মায়ের প্রভাব পড়েছিল আমার উপর। তাই শৈশবে আমার একটাই স্বপ্ন ছিল যে, আমি মানুষের মতো মানুষ হবো, মানুষের কল্যাণ করবো। মানুষের উপকার করার মধ্য দিয়ে আমি সৃষ্টিকর্তার একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চেয়েছি সবসময়।

**প্রশ্ন: পুলিশ সার্ভিসের দাপুটে ও লোভনীয় চাকরি ছেড়ে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ভুবনে কীভাবে ও কেন প্রবেশ করলেন? সাফল্য পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটা নিশ্চিত ছিলেন?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** আসলে পুলিশ অফিসার হবার কোনো স্বপ্ন আমার ছিল না। ১৯৭১ সাল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সুযোগ এলো পুলিশে চাকরি করার। তখন মনে হলো, পুলিশে থাকলে তো মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করা যাবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কৌশলগত অবস্থান নিয়ে কাজ করা যাবে। সেই চিন্তা থেকেই আমি থেকে গেলাম। আমি ছিলাম তেজগাঁও থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার, ঢাকার এই অঞ্চলটিতে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষা করা, সহযোগিতা করা, তথ্য দেওয়ার মতো স্পর্শকাতর কাজ ও উপকার আমার মাধ্যমে হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাজ করতে গিয়ে আমার জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলাম। আমার বিরুদ্ধে নালিশ করা হয় যে, আমি শেখ মুজিবের লোক। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আমাকে ডেকে পাঠালেন। উর্দু ভাষা ভালোভাবে জানা থাকার কারণে আমি তাৎক্ষণিক প্রজ্ঞা দিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসেছিলাম।

মুক্তিযোদ্ধারা আমার প্রতি এতো সন্তুষ্ট ছিলেন যে, মুক্তিযুদ্ধের পর অন্য পুলিশ অফিসাররা যখন গ্রেফতার হয়েছেন, তখন আমার নামে মুক্তিযোদ্ধারা স্লোগান দিয়েছেন, জয় বাংলা, জয় হারুন দারোগা! মুক্তিযুদ্ধের পরে আমার মনে হয়েছে, এই পেশায় থাকা আমার জন্য ঠিক হবে না। আমাকে আরো বড় মানবসেবার কাজ করতে হবে। সেই ভাবনা থেকেই হামদর্দে সম্পৃক্ত হওয়া। শুরু থেকেই আমার বিশ্বাস ছিল যে, হামদর্দকে আমি সফলভাবে এগিয়ে নিতে পারবো।

**প্রশ্ন: হামদর্দ বাংলাদেশকে আপনি নিজের মেধা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, সাধনা ও অঙ্গীকার-প্রত্যয়ে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। আপনার এই দীর্ঘ অভিযাত্রায় কী কী প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয়েছে?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** অনেক প্রতিবন্ধকতা। অনেক চড়াই উতরাই। সে এক সুবিশাল ইতিহাস। সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল হামদর্দবিরোধী ষড়যন্ত্র। প্রকাশ্য ও গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অসংখ্যবার হামদর্দকে দখল করার চেষ্টা করা হয়েছে। পদে পদে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। মাত্র ৫০ হাজার টাকা পুঁজি এবং ছয় গুণ দায়দেনা নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম।

ষড়যন্ত্রকারীরা চেয়েছিল যে, হামদর্দ যেন আদমজী, বাওয়ানী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতো ধ্বংস হয়ে যায়, যাতে অবশিষ্ট যা কিছু থাকবে তা তারা লুটেপুটে খেতে পারে, দখল করতে পারে। স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে দিলে, সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান উদার মনে সহযোগিতা করলে হামদর্দ আরো অনেকদূর এগিয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহর রহমত এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের দৃঢ় ঐক্যের কারণে সেইসব ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্যায়-অনিয়ম ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত হয়েছে।

**প্রশ্ন: আপনি সব সময় 'খাঁটি মানুষ' খুঁজে বেড়ান। তাদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য কী রকম? মুষ্টিমেয় যে**

**ক'জনকে খুঁজে পেয়েছেন, তারা আপনার চাহিদা ও প্রত্যাশার তুলনায় কতটা সন্তোষজনক?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** আমরা আসলে দক্ষ, যোগ্য এবং সৎ মানুষের সন্ধান সারাজীবন ধরেই করেছি এবং এখনো করি। দেশপ্রেম, মূল্যবোধ এবং যোগ্যতা যাদের আছে, তারাই আমাদের কাছে প্রকৃত মানুষ। আমরা খুঁজে খুঁজে এরকম অনেককেই হামদর্দে যুক্ত করেছি, যারা হামদর্দকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাকে প্রাণ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এবং করছেন।

**প্রশ্ন: এই 'মানুষ' খোঁজার প্রক্রিয়ায় অর্জিত তিক্ত ও মধুর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলবেন?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** বিশাল অভিজ্ঞতা। অনেক ভালো, যোগ্য, বিশ্বস্ত ও দক্ষ মানুষ যেমন আমরা পেয়েছি, তেমনি অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক কিছু লোকও আমি পেয়েছিলাম, যারা হামদর্দকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। এরপর ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে তারা ছিটকে পড়েছে প্রতিষ্ঠান থেকে। এসব লোক হামদর্দের কারণে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু ষড়যন্ত্র করায় এখন আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

**প্রশ্ন: হামদর্দ-এর ভেষজ ঔষধপত্র কি বিদেশে রপ্তানি হয়? বিশ্বমানের নিরিখে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ হামদর্দের অবস্থান ঠিক কোনখানে বলে আপনার ধারণা?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** না, রপ্তানি হয় না। প্রবাসীদের মধ্যে অনেকে বাংলাদেশ থেকে হামদর্দের ওষুধ বিদেশে নিয়ে যান। তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটান এবং সেখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করেন। এর আগে ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশে হামদর্দের ওষুধ পাঠানো হয়েছে। তবে হামদর্দ-এর ওষুধ বিদেশে রফতানি করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে, সেগুলো শিগগিরই দূর হবে বলে আশা প্রকাশ করছি। এজন্য ওষুধ শিল্প সমিতির পক্ষ থেকে অব্যাহতভাবে চেষ্টাও করা হচ্ছে। এ্যালোপ্যাথিক ওষুধের জন্য এ সংক্রান্ত যে আইন আছে, সেটি ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হারবাল ওষুধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেই ওষুধ রপ্তানির ক্ষেত্রে সকল বাধা দূর হয়ে যাবে।

উপমহাদেশে হামদর্দ একটি প্রতিষ্ঠিত নাম, যার বিকল্প আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। তাছাড়া সারাবিশ্বেই হামদর্দ এক নামে পরিচিত, অনেক দেশে হামদর্দের আদলে ইউনানী আয়ুর্বেদিক ওষুধ শিল্প গড়ে উঠেছে।

**প্রশ্ন: বাংলাদেশে ইউনানী, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** দিন যত যাচ্ছে, ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হারবাল চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। আমাদের এ খাতের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। এই চিকিৎসাব্যবস্থা এখন সবার কাছে পরম আকাঙ্ক্ষিত। ঘরে ঘরে এ ধরনের চিকিৎসার জন্য মুখিয়ে থাকেন মানুষ। শিল্প হিসেবেও এটি জাতীয় অর্থনীতিতে আশার আলো দেখাচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে এখন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাব্যবস্থার কাছে ফিরছেন কোটি কোটি মানুষ। বিশেষ করে কোভিড পরবর্তী সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়েছে। এই খাত স্বীকৃতি লাভ করেছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত ওষুধ হিসেবে এখন আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রতি

ঝুঁকছেন বিশ্বের অগণিত মানুষ। সেই বিপুল আলোড়নের ছোঁয়া লেগেছে বাংলাদেশেও। এখন শুধু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পালা।

**প্রশ্ন: ওয়াক্ফ আইন, বিধিমালা, রেওয়াজ-ঐতিহ্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের ধারণা রাখা কতটা জরুরি?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** ওয়াক্ফ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা ও বিবাদ তৈরি হয়। এটা জানা থাকা দরকার যে, পাবলিক প্রপার্টি এবং ওয়াক্ফ এস্টেটের জন্য দু'টি ভিন্ন আইন রয়েছে। ওয়াক্ফ সম্পত্তি হচ্ছে আল্লাহ্র সম্পত্তি। এ কারণে সরকার কর্তৃক প্রণীত আলাদা আইনে ওয়াক্ফ এস্টেটগুলো পরিচালিত হচ্ছে। আইনে আছে বেনিফিশিয়ারি বা সুবিধাভোগীরা ছাড়া অন্য কেউ মোতাওয়াল্লীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বা প্রশ্ন তুললে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু আইন লঙ্ঘন করে অনেক জায়গায় বহিরাগতরা ব্যক্তিস্বার্থে ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এমনকি মামলা মোকদ্দমাও করছে।

বেআইনী হবার পরও সেইসব অভিযোগ আমলে নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তদন্ত পর্যন্ত করা হচ্ছে। ফলে ওয়াক্ফ এস্টেট পরিচালনায় সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন মোতাওয়াল্লীরা এবং বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। অবিলম্বে বহিরাগতদের এসব কর্মকাণ্ড ও অনিয়ম বন্ধ করতে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই। সরকারি উদ্যোগের কারণে এখনও সারাদেশে এস্টেটগুলো একটি শৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে। এর বাইরে যেসব সমস্যা তৈরি হচ্ছে, তা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হচ্ছে, সংশ্লিষ্টদের আন্তরিকতা থাকলে শিগগিরই এসব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

**প্রশ্ন: ইউনানী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষালাভের ব্যাপারে বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের আগ্রহ উৎসাহ উদ্দীপনার হালফিল চিত্রটা ঠিক কেমন?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** এই খাত সম্পর্কে বিপুল আগ্রহ রয়েছে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। শুধু প্রয়োজন খাতসংশ্লিষ্ট সবাই মিলে আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করা। ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ওষুধের অভূতপূর্ব সম্ভাবনা এখন সারাবিশ্বে। বাংলাদেশেও এই খাতে সূচনা হয়েছে নতুন দিগন্তের। ২০১২ সালে আমরা হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করি। ২০১৪ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) এবং বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সর্বসম্মতিক্রমে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর ব্যাচেলর অব ইউনানী মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি (বিইউএমএস) এবং ব্যাচেলর অব আয়ুর্বেদিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি (বিএএমএস) প্রোগ্রাম দু'টিকে আইনসম্মতভাবে অনুমোদন প্রদান করে। শুধু তাই নয়, এই প্রোগ্রাম দু'টির সিলেবাস ও কোর্স কারিকুলামও ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত। পাশাপাশি উক্ত অনুষদে শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে তারা।

ব্যতিক্রমী বিষয় হলো, বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একমাত্র হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ই সরাসরি

বিইউএমএস ও বিএএমএস প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশে ৩টি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মধ্যে একটি সরকারি। রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজটি একটি প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদের অধিভুক্ত। অপর দু'টি প্রতিষ্ঠান হামদর্দ পরিচালিত। লক্ষ্মীপুরে অবস্থিত রওশন জাহান ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত এবং বগুড়ায় অবস্থিত হামদর্দ ইউনানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হিসেবে বিইউএমএস প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে।

**প্রশ্ন: হামদর্দ ইতোমধ্যেই ভারত, শ্রীলঙ্কা ও তুরস্কের সঙ্গে এমওইউ স্বাক্ষর করার মত গৌরব অর্জন করেছে। এই প্রক্রিয়া ক্রমেই সম্প্রসারিত ও জোরদার হয়ে চলেছে। ইনডিজেনাস চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রণী দেশ হচ্ছে চীন। তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে বাংলাদেশের কাজের পরিধি আসলে কেমন ?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** যৌথভাবে ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হারবাল খাতের অগ্রগতির জন্য চীনের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার উদ্যোগ ইতোমধ্যে সরকার হাতে নিয়েছে। তাছাড়া হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাখাত আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চশিক্ষার আঙিনায় পা রেখেছে। অত্যাধুনিক ল্যাবের মাধ্যমে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে নিরন্তর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।
এখানে রয়েছে উচ্চতর এমপিএইচ ডিগ্রীও। হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিইউএমএস ও বিএএমএস প্রোগ্রাম দু'টি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির এমবিবিএস এর সমমান মর্যাদার। প্রোগ্রাম দু'টি সম্পন্ন করলে বেসরকারি চাকরির পাশাপাশি রয়েছে সরকারি চাকরির সুযোগ। হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও তুরস্কের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে। ইতোমধ্যে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ক্যাম্পাসে শ্রীলঙ্কা থেকে আসা বিশেষজ্ঞ শিক্ষক পাঠদান করেছেন। ভারত সরকারও একজন ইউনানী বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদকে পাঠিয়েছে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলাদেশে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ই অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক শিক্ষাকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত করে তুলছে।

**প্রশ্ন: ভারত ও অন্যান্য দেশে প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিষয়ক স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় রয়েছে। বাংলাদেশে সেরকম আলাদা কোনো মন্ত্রণালয় গঠনের কোনো চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা কতখানি?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** ভারতে আয়ুশ মন্ত্রণালয় আছে, তারা ইউনানী আয়ুর্বেদিক এবং হারবাল শিল্পের অগ্রগতি ও উন্নয়নে অসাধারণ কাজ করছে। বাংলাদেশেও আয়ুশের আদলে মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা গেলে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হবে এ ওষুধ শিল্প খাতটির। পাশাপাশি যে সকল সমস্যা সঙ্কট রয়েছে ইউনানী আয়ুর্বেদিক এবং হারবাল শিল্পে, সেগুলো দূর করে আন্তর্জাতিকভাবে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম করা যাবে।

**প্রশ্ন: বাংলাদেশের বর্তমান যে জাতীয় ঔষধনীতি, সেখানে ইউনানী, আয়ুর্বেদী ঔষধের স্বীকৃতি ও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেটা কীভাবে সম্ভবপর হলো? এর নেপথ্যকথা জানতে চাইছি।**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** ১৯৮২ সালের ঘটনা। তখন হারবাল ওষুধ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃত ছিল না। আমি চেষ্টা শুরু করলাম। আমার স্বপ্নের কথা জানালাম জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলাম স্যারকে। এরপর বিষয়টি অবগত করলাম ঔষধ প্রশাসনের তৎকালীন পরিচালক ড. হুমায়ূন কে এম এ হাই সাহেব এবং সংশ্লিষ্টদেরকে। এ বিষয়ে তখন বেশ আন্তরিকতা পেয়েছি ইউনানী আয়ুর্বেদিক বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান হাকীম আজিজুল ইসলামের কাছ থেকে।

আমার লেগে থাকা এবং সবার আন্তরিকতার কারণে জাতীয় ওষুধ নীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয় হারবাল ওষুধ। এর ফলে যুগান্তকারী পরিবর্তন শুরু হয় ইউনানী আয়ুর্বেদিক ও হারবাল ওষুধ সেক্টরে। ১৯৯২ সালে এই ওষুধ নীতি থেকে হারবাল খাতকে বাদ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। আমরা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করি। সেই মামলার আইনজীবী হতে ড. কামাল হোসেন সাহেবকে অনুরোধ করি। তিনি রাজি হন। আমরা ওই মামলায় জিতে যাই। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি এই খাতকে।

**প্রশ্ন: হামদর্দের যে নিজস্ব ঔষধি উদ্যান রয়েছে, সেখানকার গাছ-গাছড়ার প্রজাতি কতগুলো এবং কী ধরনের? এসব কী পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে? বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে সংগ্রহ বা আমদানি করার কোনো প্রক্রিয়া কী চালু আছে?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে হামদর্দের আধুনিক কারখানা এবং মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হামদর্দের নিজস্ব ওষুধি বাগান আছে। সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য উদ্ভিদ রয়েছে। সব মিলিয়ে ২০০ প্রজাতির ওষুধি উদ্ভিদ, লতা, গুল্ম, ফুল ও ফল রয়েছে, যেগুলো আমাদের ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এর বাইরেও বিভিন্ন অঞ্চল ও মার্কেট থেকে আমরা ভেষজ উপাদান সংগ্রহ করি। তবে সরকারের উদ্যোগে ভেষজ বাগান প্রতিষ্ঠা করা হলে বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ মুদ্রা আর বিদেশে যাবে না এবং এই খাতের অগ্রগতিতে অসাধারণ কাজ হবে।

**প্রশ্ন: আপনি অসম্ভব স্বাপ্নিক, ধৈর্যশীল, আশাবাদী ও উদ্যমী একজন মানুষ। জীবনের দীর্ঘ সময় পেরিয়েও আপনি কর্মঠ, নিরলস, সচল ও সক্রিয়। এর রহস্য কী?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** আমি সবসময় কাজকেই প্রাধান্য দিয়েছি। হামদর্দ ছাড়া জীবনে আর অন্য কিছু ভাবিনি। আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি, কাজ কখনো কাউকে খালি হাতে ফেরায় না।

**প্রশ্ন: নিকট ভবিষ্যতে কোনো বড় ধরনের কর্মকাণ্ডে হাত দিচ্ছেন কী?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** ইউনানী আয়ুর্বেদিক শিল্পকে বহু মাত্রায় আরো এগিয়ে নিতে সর্বপ্রকারের আধুনিকায়নের উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। এ জন্য ভারত ও চীনের সহযোগিতা প্রয়োজন

হলে সেটি নিতেও আমরা প্রস্তুত আছি।

**প্রশ্ন: আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন কোনটি বলে মনে করেন?**
**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** ধ্বংসপ্রাপ্ত হামদর্দকে গড়ে তোলার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমার জীবনের বড় অর্জন বলে মনে করি।

**প্রশ্ন: আপনার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা কী?**
**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** ব্যর্থতা কিছু নেই । তবে মৃত্যুর আগে আমি হামদর্দ বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে যেতে চাই।

**প্রশ্ন: নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের জন্য আপনার উপদেশ পরামর্শ কী কী থাকবে?**
**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** সততার সঙ্গে কাজ করো, বসে থেকো না। চেষ্টা করে যাও। কাজ তোমাকে কখনোই হতাশ করবে না, সাফল্যের মুখ দেখাবেই।

**প্রশ্ন: মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় আপনার একটি স্বপ্নিল ও উচ্চাভিলাষী প্রকল্প। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎচিত্রটি আপনার মানস-কল্পনায় কেমন? অর্থাৎ ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে আপনি কেমন দেখতে চান, কীভাবে সেটা নির্মাণ করে তুলছেন?**
**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠছে হামদর্দ বিজ্ঞান নগর। আমার স্বপ্ন, এই বিজ্ঞান নগর হবে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ এডুকেশন কমপ্লেক্স, যার মাধ্যমে শুধু আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশই নয়, পুরো বিশ্ব জ্ঞান বিজ্ঞানে উপকৃত হবে। এখান থেকে বের হয়ে শিক্ষার্থীরা সারা পৃথিবীতে নতুন নতুন গবেষণা উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে নেতৃত্ব দেবে, এটাই আমরা চাই।

**প্রশ্ন: আপনি কাকে আদর্শ, অনুসরণীয় মানুষ হিসেবে মনে করেন?**
**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** আমি রাসূল (সা.) এর আদর্শকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি।

**প্রশ্ন: কমিটেড একজন শিক্ষাব্রতী হিসেবে আপনি বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এ ব্যাপারে কোন্ বিষয়টি আপনাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে? আপনার শিক্ষায়তনগুলোর আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কী?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** দক্ষ এবং সৎ মানুষ তৈরির জন্যই আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো করেছি। আমাদের প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়,

হামদর্দ পাবলিক কলেজ, ৩টি ইউনানী আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, মহিলা মাদরাসা থেকে শুরু করে সবগুলো প্রতিষ্ঠানই অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

**প্রশ্ন: হামদর্দের ট্রাস্টি বোর্ডে দেশ ও সমাজের গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এমনকি এ্যালোপ্যাথিক স্বনামধন্য চিকিৎসকরাও অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের ইনভলভ করার মত সাহসী দৃষ্টান্ত দেশের অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা তেমন একটা দেখি না। মূলত কোন্ ধরনের চিন্তা থেকে আপনি এ ধরনের ব্যতিক্রমী প্রশংসনীয় প্রয়াস গ্রহণ করলেন?**

**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** হামদর্দে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত একজন মোতাওয়াল্লীই নিয়ন্ত্রণ করতেন সবকিছু। কিন্তু আমরা দায়িত্ব বিভাজন করতে এবং সবার পরামর্শ নিয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে হামদর্দকে পরিচালনা করতে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ৯ সদস্যের সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেছি। সেই ধারাবাহিকতায় অব্যাহত আছে ট্রাস্টি বোর্ডের মতামত নিয়ে হামদর্দ পরিচালনার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের রীতি।

**প্রশ্ন: আমরা জানি, বর্তমান বাংলাদেশে কয়েক হাজার ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সুনাম ও স্বচ্ছতার প্রশ্নে তার মধ্যে হামদর্দ প্রথম সারিতে ঠাঁই করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এটা কীভাবে সম্ভবপর হলো?**
**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** আমরা নিয়মের প্রতি সবসময়ই অনুগত থেকেছি। ওয়াক্ফ আইনকে পরিপূর্ণ অনুসরণ করার কারণে অন্যদের কাছে এই প্রতিষ্ঠান অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। তাছাড়া সবাই মিলে অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালানোর কারণে এই প্রতিষ্ঠান এত সফলতা পেয়েছে।

**প্রশ্ন: অবসরে কী করেন?**
**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** আমার কোনো অবসর নেই। সবসময়ই হামদর্দের নানা বিষয় নিয়ে ভাবতে হয়, পরিকল্পনা করতে হয় এবং কর্মকর্তা কর্মীদের নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। তবে হঠাৎ যদি অবসর পাই, তাহলে ধর্মীয় টিভি সিরিয়াল দেখি, যার মাধ্যমে আমি নিজেকে আরো ইতিহাসসমৃদ্ধ করতে পারি।

**প্রশ্ন: আপনার জীবনাবসানের আগে হামদর্দকে কীভাবে আপনি দেখতে চান?**
**ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া:** হামদর্দ এখন বিপুল সংখ্যক মানুষকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা দিচ্ছে। আমার স্বপ্ন, হামদর্দের সেবা থেকে বাংলাদেশের একজন মানুষও বাদ পড়বেন না। মৃত্যুর আগে আমি এটা দেখে যেতে চাই । এটাই আল্লাহর কাছে আমার একান্ত চাওয়া।

# স্মৃতির এ্যালবাম

১৯৭২ সাল

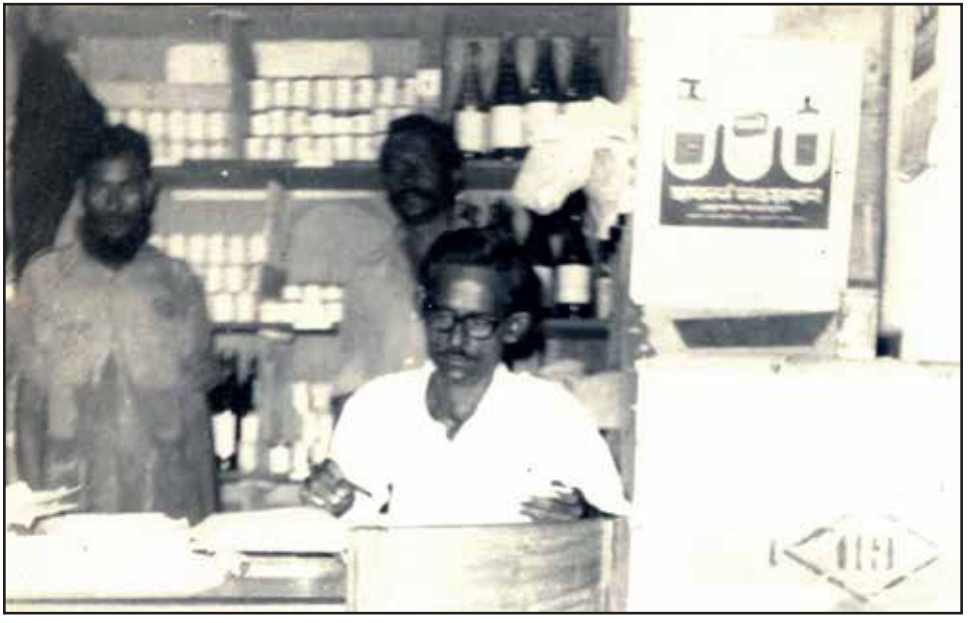

ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু এভিনিউর দাওয়াখানায় রোগী সাধারণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান

১৯৭৭ সাল

১৯৭৭ সালে ঢাকার তেজকুনি পাড়ার একটি জরাজীর্ণ ভবনে হামদর্দ বাংলাদেশের নিজস্ব কারখানায় কার্যক্রমের সূচনাপর্বে

১৯৮৫ সাল

বিশ্ব ইজতিমা ১৯৮৫ (টঙ্গীর বিশ্ব ইজতিমায় আগত মুসল্লীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সাল থেকে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে হামদর্দ বাংলাদেশ চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছে)

১৯৯১ সাল

১৯৯১ সালে চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান হামদর্দের পণ্যের মালিকানাস্বত্ব বাংলাদেশ হামদর্দকে দেওয়া হয়। হামদর্দ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিচারপতি এ এফ এম আহসানউদ্দিন চৌধুরী এবং পাকিস্তান হামদর্দের পক্ষ থেকে হাকীম মো. সাঈদ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সই করেন। উপস্থিত ছিলেন হামদর্দ বাংলাদেশের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

১৯৯৩ সাল

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ীতে ১৯৯৩ সালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে হামদর্দের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

১৯৯৪ সাল

১৯৯৪ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সাথে করমর্দন করছেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

১৯৯৫ সাল

ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ের অদূরে হামদর্দের প্রস্তাবিত কমপ্লেক্সের স্থান পরিদর্শনে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ। সাথে রয়েছেন হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য এম এ কাশেম, ওয়াক্‌ফ প্রশাসক মোস্তাফিজুর রহমান, হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া (হাকীম সাঈদের সামনে) পাকিস্তান হামদর্দের চেয়ারপার্সন মিসেস সাদিয়া রাশিদের কন্যা মিস ফাতেমাতুজ্জাহরা এবং পাকিস্তান হামদর্দের পরিচালক তথ্য আলী হাসান (হাকীম সাঈদের ডানে)

১৯৯৬ সাল

১৯৯৬ সালে হামদর্দের বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন তৎকালীন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রাহাত খান, সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির তৎকালীন সভাপতি ব্যারিস্টার শওকত আলী, তৎকালীন ওয়াক্ফ প্রশাসক মোস্তাফিজুর রহমান এবং হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

১৯৯৭ সাল

১৯৯৭ সালে "উপমহাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ও জনকল্যাণে হামদর্দের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে স্বাগত ভাষণ দেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

১৯৯৮ সাল

দুর্গত এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের তৎকালীন চেয়ারম্যান শওকত আলী খান ও হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

১৯৯৯ সাল

১৯৯৯ সালে টাঙ্গাইলে বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০০০ সাল

২০০০ সালে ভাষা আন্দোলন ও বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত হামদর্দ সন্ধ্যায় বক্তব্য রাখেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০০১ সাল

২০০১ সালে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও মেঘনা ঘাটে হামদর্দ বাংলাদেশের আধুনিক কারখানার নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন তৎকালীন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা মো. নূরুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০০২ সাল

২০০২ সালে হামদর্দ বাংলাদেশের সহায়তায় অধ্যাপক ড. এ বি এম এনায়েত হোসেন আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি ও উদ্ভিদের ব্যবহার-এর উপর দুই বছরব্যাপী করা গবেষণার ফলাফল তৎকালীন হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ-এর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন। উপস্থিত ছিলেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০০৩ সাল

২০০৩ সালে 'মানবসেবায় হাকীম মো. সাঈদ' শীর্ষক শিশু সমাবেশ শেষে (ডান থেকে) প্রধান অতিথি হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া; হামদর্দ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সাদিয়া রাশিদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নোভায়েদ-উল-জাফর

২০০৪ সাল

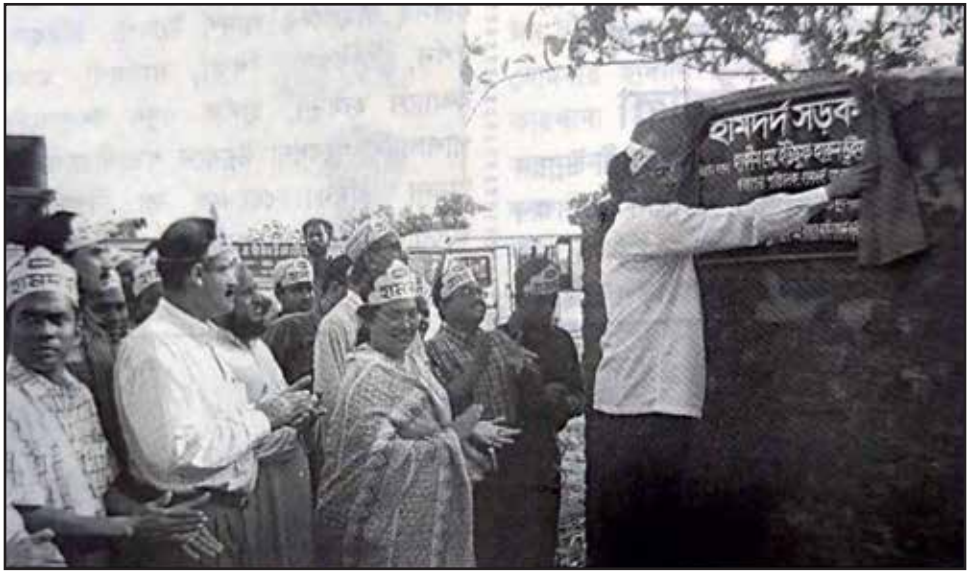


২০০৪ সালে গাজীপুরে হামদর্দ সড়ক উদ্বোধন করেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০০৫ সাল

২০০৫ সালে বাংলাদেশ পল্লী চিকিৎসক সমিতির জেলা প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০০৬ সাল

২০০৬ সালে হামদর্দের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০০৭ সাল

২০০৭ সালে মুন্সিগঞ্জের টঙ্গীবাড়ির হাসাইল বাজারে বন্যাদুর্গতদের মাঝে হামদর্দের ফ্রি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে ওষুধ প্রদান করেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০০৮ সাল

২০০৮ সালে হামদর্দ বিজ্ঞান নগর, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর নিজস্ব ১৬০ বিঘা জমিতে মাটি ভরাট কাজের উদ্বোধন করেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০০৯ সাল

২০০৯ সালে হামদর্দ বাংলাদেশের বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন- ২০০৮ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন হামদর্দের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০১০ সাল

২০১০ সালে বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় সাধারণ পরিষদের সভায় বক্তব্য রাখেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০১১ সাল

২০১১ সালে অনুষ্ঠিত ''জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়ন'' শীর্ষক ৫ম আন্তর্জাতিক বোটানিক্যাল সম্মেলন-২০১১ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০১২ সাল

২০১২ সালে ৪১তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে হামদর্দ প্রধান কার্যালয়ে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০১৩ সাল

২০১৩ সালে হজ যাত্রীদের জন্য মাসব্যাপী হামদর্দের ফ্রি চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করছেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের তৎকালীন চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান ও হামদর্দ বাংলাদেশের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০১৪ সাল

২০১৪ সালে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ৩য় প্রতিষ্ঠা দিবস, নবীন বরণ ও শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন হামদর্দ বাংলাদেশের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০১৫ সাল

২০১৫ সালে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সারাদেশে গরিব, অসহায় ও দুস্থদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হামদর্দ বাংলাদেশের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০১৬ সাল

সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফেয়ার ২০১৬ এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা হামদর্দ বাংলাদেশের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইইই বিভাগের শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্ভাবিত প্রজেক্ট উপস্থাপন করে

২০১৭ সাল

হজ ক্যাম্প ২০১৭। হামদর্দের মাসব্যাপী চিকিৎসা, বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ ও তথ্যসেবা কেন্দ্রে ব্যবস্থাপত্রসহ ওষুধ প্রদান করেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব আব্দুল জলিল। উপস্থিত ছিলেন ওয়াক্ফ প্রশাসক শহিদুল ইসলাম ও হামদর্দ বাংলাদেশের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০১৮ সাল

২০১৮ সালে হাকীম সাঈদ ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের 'দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান'। সভাপতিত্ব করেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও হামদর্দ বাংলাদেশের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০১৯ সাল

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ ও রমনা মডেল থানার মধ্যে মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখেন হামদর্দ বাংলাদেশের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০২০ সাল

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সারা দেশের সকল চিকিৎসা কেন্দ্রে একযোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন হামদর্দ বাংলাদেশের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০২১ সাল

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সারা দেশের সকল চিকিৎসা কেন্দ্রে একযোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন হামদর্দ বাংলাদেশের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০২২ সাল

২০২২ সালের বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে (২০২২-২০২৪) নির্বাচিত সভাপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নবনির্বাচিত সভাপতি হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ মোতাওয়ালী ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০২৩ সাল

বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (বামা) কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন বামা'র সভাপতি এবং হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াকফ) বাংলাদেশ এর চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

২০২৪ সাল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক রওশন জাহান ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (ইউনানী) রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হওয়ায় ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। লক্ষ্মীপুরে অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে গোটা বাংলাদেশে ন্যাচারাল হেল্‌থ এডুকেশন সেক্টরে আলো ছড়াতে শুরু করেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন পাওয়ায় আধুনিক হামদর্দ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক হাকীম কামরুন নাহার হারুন এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সাফল্যের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে অধ্যাপক হাকীম কামরুন নাহার হারুন, ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মহোদয়ের দিকনির্দেশনায় রওশন জাহান ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (ইউনানী) দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক সেক্টরে বিপ্লব তৈরি করবে এ প্রতিষ্ঠান

২০২৫ সাল

ডেঙ্গু প্রতিরোধে অসাধারণ কার্যকর ওষুধ হামদর্দের সিরাপ 'প্লাটিজেন' লঞ্চিং হয়েছে। ৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ের মিলনায়তনে এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশর চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড.হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র পরিচালক বিক্রয় ও বিপণন এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধ্যাপক কামরুন নাহার হারুন। লঞ্চিং অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও গরীবের ডাক্তারখ্যাত চিকিৎসক ডা. এজাজ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন পরিচালক তথ্য ও গণসংযোগ আমিরুল মোমেনীন মানিক। উপস্থিত ছিলেন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা মেজর অব. ডা. রেজাউল হক, পরিচালক হামদর্দ ফাউন্ডেশন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মাহবুব আনোয়ার, পরিচালক অর্থ ও হিসাব নাজমুল করিম এফসিএ, পরিচালক ক্রয় মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম, পরিচালক প্রশাসন ও কোম্পানি সেক্রেটারি মো.আবদুল মজিদ, উপ-পরিচালক প্রশাসন ও পরিচালক প্রটোকল অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স (অ.দা.) মিজানুর রহমান,উপ-পরিচালক বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স আবু জাফর মো. ছাদেক, উপ-পরিচালক মার্কেটিং ডা. আবুল তৈমুর চৌধুরী